Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 01:16:39
ID: IDI_AMR204_HH_U_18 July 17
Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver?	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity
Female	30	Illiterate	Caregiver	12000	4 Years-Female	No	Bangali

প্র:আসসালামু আলাইকুম আপা। আমি হচ্ছে এস এম এস। ঢাকা মহাখালি কলেরা হাসপাতাল আইসিডিডিআরবিতে কাজ করি।আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছে। গবেষণার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করতেছে মানুষের বাসা বাড়িসমূহে যেসমস্ত গবাদি পশু এবং অন্যান্য যারা আছেন তারা যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি করেন। পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যান এবং এই অসুস্থতার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক কিনেন কিনা এবং এন্টিবায়োটিক কেনার পড়ে তারা কিভাবে সেটা ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। এ গবেসনা থেকে যে সমস্ততথ্য আমরা জানতে পারব সেগুলো ভবিষ্যতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা এবং এন্টিবায়োটিক এর যথাযথ নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা এইজন্য কাজ করা হবে।তো আপনার যে সমস্ততথ্য আমাদেরকে দিবেন সেগুলো আমরা সমস্ত তথ্য গোপনীয় ভাবে সংরক্ষন করব আইসিডিডিআরবি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে এবং ভবিষ্যতে এটা শুধুমাত্র গবেষণার কাজেই ব্যবহার করা হবে, অন্য কোন কাজে এটা ব্যবহার করা হবে নাহ।তো আপনি যদি অনুমুতি দেন তাহলে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি। শুরু করব কিনা আপা?

উ: হুম বলেন।

প্র:জি ধন্যবাদ আপা। তো প্রথমে যদি একটু বলি আপনি আপা আসলে কি কাজ করেন যদি একটু খুলে বলেন বিস্তারিত।

উ:আনি রান্না টান্নার কাজ করি বাসা বাড়ির।

প্র:জি।

উ:তিন চার বাসায় কাজ করি। ধরেন দশ বার হাজার টাকার মত ইনকাম হয়।

প্র:প্রতি মাসে?

উ:প্রতি মাসে।হেরপরে তো খাওয়া দাওয়া ঘর ভাড়ার টাকা আইয়ে পাচ হাজার।

প্র:জি।

উ:খাওন টাওন আছে । এক ছেরিক (মেয়ে) পড়াই। হের দুই হাজার টাকা খরচ আছে। এরকম আসয় বিসয়। এখন তো আমার সংসারে তো কেউ নাই ।

প্র:জি।

উ:ধরতে গেলে আমি সব।

প্র:আচ্ছা তো আপনার পরিবারে এখন কে কে আছেন? আপনি--

উ:এখন আমি আছি। আমার একটা ছোট ছেলে।আমার একটা নাতিন। নাতিন লম্বায় ধরতে গেলে আমার কান্ধের উপরেই।

প্র:এটা মানে আপনার মেয়ের ঘরের নাকি ছেলের ঘরের?

উ:মেয়ের ঘরের ।

প্র:তো নাতিন আপনার সাথে থাকে।

উ:হ্যাঁ। নাতিন আমার কাছেই থাকে। আমাক (আমাকে) ছাড়া কিছু বোঝে নাহ। ওর মা বাপ ধরতে গেলে এখন বাইচা থাইকাও মরা।

প্র:কেন?

উ:মরা এখন ওইটা ধরতে গেলে মাও ধরতে গেলে অন্য জায়গাত বিয়া হইছে। সেই সংসারে তো মেয়ে দেওয়া যাবে না। আর বাপ ও এখন বিয়ে করছে । হেই জায়গা তো এখন মেয়ে যায় নাহ।

প্র:আচ্ছা।

উ:এইটা হইল এক নাম্বার কথা। এখন এই কারনে এখন সব কিছু বহন করা লাগে। অথবা ভবিষ্যতে বহন করা লাগবো।

প্র:মানে তার দেখ ভাল লালন পালন করা সবকিছুই আপনার।

উ:সবকিছুই আমার।

প্র:ওর বয়স কত ছোট বাচ্চাটার?

উ:চার

প্র:চার বছর। আচ্ছা আপনার যে ছোট বাচ্চাটা সে বাচ্চার বয়স?

উ:ওর বয়স ১৪ ।

প্র:আচ্ছা ১৪ বছর। তাইলে পরিবারে এই কয় জন। এরা ছাড়া আর কে আছে?

উ:হেরা ছাড়া বড় পলা আছে দেশে থাকে। হে বিয়া সাদি করছে। বিয়া সাদি করার পরে এখন দেশে থাকে টুকটাক কাজকরম করে। এইখানে থাকে।এইখানে সত্তেও এখন তো ধরতে গেলে আমি তো একা। বড় পোলাও ইনকাম করা আমারে দেয় নাহ। আর ঘরে জামাইও নাই।

প্র:জি।

উ:এই।

প্র:তাইলে আপনার সংসারে আছে আপনি, আপনার ছোট ছেলে আর নাতিন।

উ:জি।

প্র:নাতিন আর আপনার ছোট ছেলে কি কিছু করে এখন?

উ:হ্যাঁ।এখন ঐযে ধরেন একটু ঐযে ব্যাকারির টুকটাক কাজটায করে।

প্র:জি।

উঃহেরা খাওয়া টাওয়া সহকারে ৫০০০ টাকা বিল ধরছে।

প্রঃজি।

উঃখাওয়া টাওয়ার কাইটা নিয়া পচিশ হাজার টাকা এখন আসে।

প্রঃপঁচিশ।

উঃ২৫০০ টাকা ওর কাছে আসে।

প্রঃআপনাকে দেয়

উঃজি।

প্রঃপ্রতি মাসে। তারমানে আপনি যে মাসে ধরেন যে ১০০০০ টাকা আয় করেন তার সাথে যদি আমরা আরও চিন্তা করি যে ২৫০০ টাকা। তাইলে ১২৫০০ টাকা।

উঃজি।

প্রঃ১২০০০ টাকা যেটা আমাকে একটু আগে বলছিলেন যে ১২০০০ টাকা থাকে প্রতি মাসে থাকে না?

উঃজি।

প্রঃআমরা যদি ধরি গড়ে ১২০০০ থাকে। আর বেশি হয় নাকি ১২০০০?

উঃনা না ঐ ১২০০০ ই। কোন মাসে কম ও আসে মামা।

প্রঃকম আসে নাহ?

উঃজি। কোন মাসে কম ও আসে।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। বাসা যেগুলো ওইগুলো তো ফিক্সড বাসা যে আপনি তো অইগুলাতে কাজ করেন নাকি মাঝে মধ্যে ছুটে যায় এইগুলা?

উঃহুম ছুটেও যায়। যায় না। যেইটা হইল যে মানুষ চলে যায় বাসা বাড়ি ছাইড়ে।

প্রঃএখন আপনার কয়টা বাসা আছে?

উঃএখন আমি পাচ বাসায় রান্না বাড়ি করি। কাজ টাজ করি এই।

প্রঃতো আপা আপনার এইখানে যারা আছে হ্যাঁ। আপনার এরা তো আছে। আপনার এইখানে কয়টা রুম ভাড়া?

উঃএইখানে ধর এই ফ্ল্যাটের রুম হইল তোমার হল পুরা ফ্ল্যাটের রুম হল

প্রঃনা না শুধু আপনি যেটা ভাড়া নিছেন আপনি। বিল্ডিং এর টা না। এইটা কয়তালা বিল্ডিং এইটা?

উঃএইটা তিন তালা।

প্রঃতিন তালা। তিন তালা বিল্ডিং এর এখানে কয়টা রুম ভাড়া নিছেন আপনি?

উঃআমি একটা রুমই নিছি।

প্রঃএকটা রুম আচ্ছা আচ্ছা। এইটার ভাড়া কত আপনার মাসে?

উঃ৫০০০।

প্রঃ৫০০০ টাকা। আচ্ছা তো আপনার পরিবারে যে আপনে আছেন, আপনার ছোট ছেলে এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার নাতিন। এই তিনজন ছাড়া মাঝে মধ্যে কি বাহির থেকে অন্য কেউ বেড়াতে আসে?

উঃহ্যাঁ আসে। মেহমান টেহমান আইলে পরে অনেক কষ্ট মষ্ট হয়।

প্রঃআচ্ছা মানে কে আসে? কোন জায়গা থেকে আসে?

উঃধরেন আমার ঐযে চাচাত ভাইএরা আইয়ে, ফুফাত ভাইয়েরা আইয়ে। হয়তবা কোন সময় পোলার বউ আইয়ে। এই।

প্রঃআসলে উনারা কি থাকে না চলে যায়?

উঃনা চলে যায়।

প্রঃথাকে না, না?

উঃএক আধ দিন থাকে। চলে যায়।

প্রঃএক আধ দিন থাকে না?

উঃহ।

প্রঃদুই একদিন থাকে চলে যায়। তো আপনার তো কোন এমনে কোন পশু পাখি বিশেষ করে মুরগি বা গবাদি পশু কিছু পালেন?

----------(০৫ঃ ০০ মিনিট)----------

উঃনা। না।

প্রঃপালেন না নাহ?

উঃউহু।

প্রঃতো আপনার যে ঘরে আপা ইয়া আছে মানে এইটা তো একটা বিল্ডিং পুরাটাই বিল্ডিং না?

উঃজি।

প্রঃআপনার ঘরে কি কি জিনিস আছে আপা ? আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রিজ আছে। আর কি আছে ?

উঃফ্রিজ আছে, টিভি আছে।

প্রঃজি।

উঃআর কি আছে?

প্রঃএই যে এটা কি মিটসেভ, নাকি?

উঃহ। মিটসেভ আছে। হেরপরে তোমার হইল ই আছে।

প্রঃড্রেসিং টেবিল?

উঃড্রেসিং টেবিল আছে।

প্রঃআর খাট আলনা এইগুলা না।চেয়ার আর টেবিল আছে না?

উঃজি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। এছাড়া আপনার বাড়িতে আর কোন সম্পত্তি বা অন্য কোন কিছু কি আছে?

উঃসামান্য বাড়িতে একটু কিছু আছে। আর কিছু নাই।

প্রঃবাড়িতে?

উঃজি।

প্রঃমানে কি কি আছে বাড়িতে?

উঃবাড়িতে তো ঘর ছাড়া আর কিছু নাই।

প্রঃমানে আপনার বাবার সম্পত্তি কিছু পাইছেন আপনি কোন অংশ?

উঃপাইলেও আমার ঐ ঘরে দুইটা ভাতিজি আছে। আমার বাবা মা নাই তো।

প্রঃজি।

উঃভাইয়ারাও নাই। ভাইয়ের ঘরে দুইটা মেয়ে আছে।

প্রঃজি।

উঃএখন ধরেন দুই তিন শতক জমিন এখন। ওর তো বিয়ে শাদি তো দেয়া লাগবো।

প্রঃজি।

উঃএই দুই তিন শতক জমিন নিয়া এখন কি করমু। অগর(তাদের) দিমু না আমি নিমু।

প্রঃমানে ।

উঃওরা কিছু পাই নায়।

প্রঃপায় নাই কিছু?

উঃনাহ।

প্রঃমানে এটা কাকে দিতে হবে বলতেছেন?

উঃঐযে আমার ভাইয়ের দুইটা মেয়ে আছে।ভাইঝি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃহেগো দেয়া লাগবো না।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃতো ধরেন এখন চার শতক জমিনের মধ্যে এখন যদি আমি নেই তো ওদের দিমু কি?

প্রঃহ্যাঁ। বুঝতে পারছি।

উঃএই।

প্র:যাক অসুবিধা নাই। তো আপা এখন যেটা আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা নেওয়া। যে আপনি যখন যে মানে অসুস্থ হন বা কোথাও যান বা

উ:এখন আমরা হইল গরীব মানুষ। বেশি দামের ওষুধ টসুধ তো কিনবার পারি নাহ।

প্র:জি।

উ:ঠিক আছে। এখন টুকটাক ওষুধ কম দামের মধ্যে খাইয়া কোন রকম বাইচে আছি।

প্র:আচ্ছা।আচ্ছা।

উ:আল্লাহ যেরকম রাখা দরকার হেরকম রাখছে।

প্র:আচ্ছা। পরিবারের সবাই কি এখন ভাল আছে আপা? আজকে পর্যন্ত সবাই কি সুস্থ আছেন?

উ:হ্যাঁ। আল্লাহর রহমতে এখন সুস্থ আছে। মাঝখান দিয়া অসুস্থ হইছিলাম।

প্র:তো এমন কেউ কি আছে যে আপনারা যে তিনজন আছেন প্রায় সময় অসুস্থ হয় এইরকম কেউ কি হয় মাঝে মাঝে প্রায় সময় অসুস্থ হয়?

উ:হ্যাঁ। আমি অসুস্থ হই।ঠিক আছে।

প্র:কি সমস্যা আপনার ?

উ:আমার বেশিরভাগ ঐ ঘুমের একটু সমস্যা হয়।

প্র:হু।

উ:ঠিক আছে।

প্র:এরপর

উ:ঘুম পুরা হয় না।

প্র:আচ্ছা।

উ:ভোরে উঠে তো কাজ করতে যাওয়া লাগে।

প্র:জি

উ:ঠিক আছে। ঘুম হয় না। হের মধ্যে শরির খুবি মাঝে মধ্যে দুর্বল হয়

প্র:জি।

উ:আর হাত পাও অনেক ব্যথা করে

প্র:জি।

উ:কোন কোন সময় আবার ঐযে একটু বইসা টইসা থাকেল কি চলাফেরা করলে পায়ে টায়ে পানি টানি ধইরা যায়।

প্র:পায়ে পানি চলে আসে?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:এইটা সমস্যা।

প্র:তো এইযে অসুস্থতা। এইটা কতদিন থেকে হচ্ছে আপা এই সমস্যা?

উ:এইটা কম কইরা হইলেও পাচ ছয় মাস থেকে। গেছে (গত) কুরবানির আগ থেকে এই ঘটনা।মাঝখানে তো চলবারই পারি নাই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হ। পাও খাড়াইতে পারি নাই।

প্র:আহারে অনেক সমস্যা।

উ:অনেক সমস্যা হইছে। কম করলেও ছয় মাস এইরকম হইছে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হওয়ার পরে ডাক্তার এর কাছে গেলাম।

প্র:কোথায় গেছিলেন আপনি?

উ:ক্লিনিক এ গেছিলাম।

প্র:আচ্ছা কোন ক্লিনিক এটা ?

উ:এই এখন তো পুরা ক্লিনিক বন্ধ হইয়া গেছে।

প্র:কি নাম ক্লিনিকটার?

উ:তুরক।

প্র:হ্যাঁ? তুরাগ?

উ:তুরাগ হ্যাঁ। তুরাগ আছে (--------)[অস্পষ্ট ০৮ঃ০৩] আছে।

প্র:জি।

উ:সেবা আছে। এইগুলা সব ক্লিনিক ই আমার চেনা জানা। এইগুলা কেন যেকোনো ক্লিনিক ই

প্র:ঐখানে গিয়ে কাকে দেখাইছিলেন?

উ:ঐখানে নিয়া যাইয়া আমাগের চেনা জানা ডাক্তার দেখাই। দেখানোর পরে হেরা কয়

প্র:তারা কি মানে ছোট খাট ডাক্তার নাকি পাশ করা সরকারি বড় ডাক্তার বা এরকম কি।

উ:ডাক্তার গুলা ই আছে তোমার। নাম জানি কি? টঙ্গী মেডিকেল আছে নাহ?

প্র:সরকারি যেটা?

উ:হ ঐখানেও গেছিলাম। হেরাও ঐ ওষুধ টসুধ বাইরে থেকে কিনবার কয়। যেটা দামিটা। যেটা কমদামি সেটা অইখান থেকেই দেয়। যখন টেহা (টাকা) পয়সা থাকে তখন হেইডা কিনি, আর টেহা পয়সা যখন না থাকে তখন এইটা দিয়া চলি।

প্র: তাইলে আপা কোথায় গেছিলেন? এইযে বললেন যে পানি আসছে পায়ে। বাইরে বাইরাতে পারেন নাই। অনেক কষ্ট হইছে।

উ:হ্যাঁ।

প্র:তখন কি আপনি ক্লিনিক এ গেছিলেন?

উ:না ।

প্র:তুরাগ ক্লিনিক এ না কোথায় জানি গেছিলেন?

উ:হ্যাঁ। গেছিলাম তুরাগ ক্লিনিক এ। এখন ওইটা বন্ধ হইয়া গেছে।

প্র:জি। ঐ ক্লিনিক এ ডাক্তার দেখাইছিলেন উনি কি ধরনের ডাক্তার ছিল? মানে উনি কি এমবিবিএস ডাক্তার নাকি

উ:ডাক্তারটা ভালই ছিল। কিন্তু আপনাদের ঐ উত্তরার দিকে বাড়ি ডাক্তারটার। হেইডা তো কইতে পারমু না। ঠিক আছে।

প্র: মানে এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার নাকি

উ:এইরকমই হইতে পারে।

প্র:আপনাকে কোন প্রেসক্রিপশন বা ছাড়পত্র বা ব্যবস্থাপত্র দিছিল মানে কাগজে লেখে দিছিল?

উ:নাহ। দিছিল ঠিকই। এখন কই গেছে । ঘর পালটা পালটির মধ্যে।

প্র:না আপনি একটু মনে করার চেষ্টা করেন আপা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি

উ:হ।

প্র:আপনাকে যে সে ট্রিটমেন্ট টা দিল, চিকিৎসাটা দিল সে কি ওসুধগুলার নাম বা কিভাবে খাবেন ওইটা কি একটা কাগজে প্রেসক্রিপশন লেখে দিছে।

উ:হ লেখে দিছিল।

প্র:নাকি হচ্ছে আপনার মুখে বলছিল।

উ:না লেখে দিছিল। আমি এইটা আবার ফির যে ইতে নিয়া যাইয়ে গেছি তখন ঐ ওষুধগুলা আমারে দিছিল। ওষুধগুলা অনেক দাম নিছিল।

প্র:আচ্ছা।

উ:দাম নেওয়ার পর।

প্র:অইগুলা কি ধরনের ওষুধ ছিল?

উ:ক্যালসিয়াম, ভিটামিন। ঠিক আছে।

প্র:কোন এন্টিবায়োটিক কি দিছিল আপা, এন্টিবায়োটিক ওষুধ , পাওয়ারের ওষুধএরকম কিছু?

উ:নাহ। নাহ।

প্র:এন্টিবায়োটিক দেই নাই নাহ?

উ:হুম।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উঃএইগুলা ওষুধ দেয়ার পরে দেখি একটু কমছে।

প্রঃআচ্ছা।

উঃখাওয়ার পরে পরবর্তী আমারে পুরা একমাস খাবার কইছিল আমার। এতটাকা কই পাইতাম কন?

----------(১০ঃ ০০ মিনিট)----------

প্রঃআচ্ছা। প্রতিদিন খাইছেন যে একমাস প্রতিদিন খাইছেন।

উঃএ খাইছি। মানে ক্যালসিয়াম এর টা মনে হয় পুরা মাসই খাইছি। আর ঐ ট্যাবলেট গুলা যে দিছিল ওইটা খাইতে পারি নাই। ঐ ট্যাবলেট গুলার দাম বেশি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। মনে আছে কি ঐ ট্যাবলেট গুলা কি জন্য দিছিল?

উঃওইটা মনে হয় ভিটামিন এর জন্য দিছিল নাকি । ব্যথা করত তো, ব্যথার জন্য দিছিল।

প্রঃআচ্ছা।

উঃঠিক আছে।

প্রঃআচ্ছা তো আপনার পায়ে এই যে অসুস্থতা আপনার হইছিলেন যে আপনার পায়ে পানি চলে আসছিল।

উঃহ্যাঁ। এইগুলা ব্যথা করত।এইগুলা ব্যথা করত।

প্রঃআচ্ছা। এই পায়ের জয়েন্টগুলতে?

উঃহ। এইগুলা ব্যথা করত। এইগুলা মাংস ব্যথা করত। এইগুলা ব্যথা করত।

প্রঃজি জি। এখন কি অবস্থা?

উঃকিন্তু এইগুলা সমস্যা হয় নাই। কিন্তু এইগুলা ব্যথা করত। এইগুলা ব্যথা করত।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। এখন কি অবস্থা? এখন?

উঃএখন একটু ভাল আছি। অনেক ভাল আছি।

প্রঃতো ওষুধ তো কিছু খাচ্ছেন? ওষুধ টসুধ কিছু খাচ্ছেন?

উঃনাহ । এখন কোন ওষুধ টসুধ খাই নাই।

প্রঃআচ্ছা।

উঃঐ ওষুধ খাওয়ার পরে এখন বাদ। অবসরে আছি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।

উঃআমার তো মামা ঝামেলা। টেকা পয়সা থাকে কম।

প্রঃতো আপনি এইযে আপনার সমস্যা হয়। আপনার ইয়াটা যে নাতিন

উঃঅনেক সমস্যা হয়।

প্রঃনাতিন যেইটা আছে ওর কোন সমস্যা হয়? কোন জ্বর টর হয়? অসুখ বিসুখ হয় কোন?

উ:অসুখ তো মনে করেন হয়। ওর বেশিরভাগ ঠান্ডাই লাগে মামা।

প্র:ঠান্ডালাগে?

উ:হুম।

প্র:তো অকে দেখানোর জন্য কোথায় নেওয়া হয়, কোথায় দেখান?

উ:ঐযে এখানে যে ডাক্তার আছে ডাক্তারের নাম জানি কি ? ফার্মেসির ডাক্তার।

প্র:আচ্ছা।

উ:এগো কাছে নিয়ে যাই। আবার টঙ্গী মেডিকেল থেকে দেখে নিয়ে আসি।

প্র:আচ্ছা আপা এইযে এইযে ডাক্তার যার কাছে নেন, ও কোন ভিজিট নেয়, কোন ফি নেয়? ডাক্তারি ফি?

উ:হ্যাঁ। ভিজিট তো নেয়।

প্র: মানে কত টাকা ভিজিট নেয়?

উ:এইযে চাইসশ (চারশত) টাকা ভিজিট। ডা:২৭।

প্র:মানে আপনার বাচ্চার জন্য।

উ:হ্যাঁ। হ্যাঁ। ডা:২৭।

প্র:ও মানে কিসের ডাক্তার? কোন বিশেস কোন ডাক্তার নাকি এমনি?

উ:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

প্র:কি বিশেষজ্ঞ?

উ:শিশু।

প্র:মানে শিশু বিশেষজ্ঞ ডা:২৭। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। উনার কাছে কবে নিছিলেন বাচ্চাকে?

উ:এই মনে হয় ঈদের উনি তো আছিল না। ঈদের আগের দিন জানি কইজানি বেরাইতে গেছিল নাকি কোন মিটিং এ গেছিল।

প্র:জি।

উ:হেরপরে খুব জরুরী ছিল তো।

প্র:হ্যাঁ।

উ:হেরপরে মেডিকেল এর ডাক্তার দেখাইয়া হের ওষুধ আনছি। নাইলে ঐ ডা:২৭রেনিয়া যাই।

প্র:মানে ঈদ এর পরে যখন আপনার কে অসুস্থ ছিল নাতি ?

উ:নাতি।

প্র:হ্যাঁ। নাতি হওয়ার (অসুস্থ হওয়ার) পর অরে কোথায় নিয়ে গেছিলেন?

উ:ডা:২৭ এর কাছে। কিন্তু ডা:২৭ ছিল নাহ। রোজার মধ্যের ঘটনা এইটা?

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তখন কোথায় নিছিলেন?

উ:হেরপরে টঙ্গী মেডিকেল এ নিয়ে গেছিলাম।

প্র:জি।

উ:টঙ্গী মেডিকেল থেকে নিয়ে এসে হেরপরে এই (অস্পষ্ট ১২ঃ২২) থেকে ওষুধ নিয়ে আসা হইছে।

প্র:মানে ওষুধটা লেখে দিছিল কোন ডাক্তার? সরকারি কোন হাসপাতালের?

উ:হ। হ।

প্র:ঐ ডাক্তার লেখে দিছিল।

উ:জ্যা (হ্যাঁ সুচক)।

প্র:তারপরে ওষুধ কিনছেন কোন জায়গা থেকে আপা?

উ:এইখানে থেকে কিনছি। [তৃতীয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যেঃ মনা জুতা নষ্ট কইরো না]

প্র:ফার্মেসি এইটা কোন জায়গা থেকে কিনেন? কোন ফার্মেসি থেকে কিনেন?

উ:এইই সামনে একটা ফার্মেসি আছে।

প্র:কি নাম ঐটার?

উ:তাতো বলতে পারবো নাহ।

প্র:কোন জায়গায়? ষ্টেশন রোডে টঙ্গীতে?

উ:হ। টঙ্গী ষ্টেশন রোডেই।

প্র:হাসপাতালের কোনদিকে এইটা?

উ:এই হাসপাতালের ভিতরে।

প্র:টঙ্গী হাসপাতালের?

উ:হ। সেবা আছে নাহ, সেবা?

প্র:জি জি সেবা।

উ:সেবার সাইডে।

প্র:সেবা তো একটা প্রাইভেট হসপিটালক্লিনিক।

উ:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

প্র:ঐটার পাশে?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। ফার্মেসির নামটা কি আপনার মনে আছে?

উঃএইটা তো মনে নাই।

প্রঃআচ্ছা। আচ্ছা। এমনে অনেকগুলা ফার্মেসি।

উঃঅনেক অনেক।

প্রঃঅনেক ফার্মেসি।

উঃহ।

প্রঃআমি দেখছি। আচ্ছা তাইলে আপা এইযে পরিবারে যখন আপনারা তিনজন আছেন। যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, তার দেখাশোনাটা কে করে?

উঃএকাই করা লাগে।

প্রঃ একাই করা লাগে না? মানে ধরেন এইযে আপনি যখন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, আপনার নাতি বা আপনার ছোট বাচ্চা অসুস্থ হয়। এই তিনজনই তো পরিবার এ আছে। এরা অসুস্থ হলে বেশিরভাগ সময় কে দেখে?

উঃবেশিরভাগ ধরেন পোলা আছে, ধরতে গেলে আমি আছি।

প্রঃহ্যাঁ।

উঃআমাকেই বেশিরভাগ দৌড়ান লাগে বুঝ নাই?

প্রঃহ্যাঁ। মানে নাতিনটাকে বেশিরভাগ দেখে কে?

উঃআমি।

প্রঃআপনে দেখেন?

উঃহ্যাঁ।

প্রঃআর আপনে অসুস্থ হয়ে গেলে আপনাকে কে দেখে?

উঃএ এক আল্লাহ দেখার। পোলা আছে। আশেপাশের লোক আছে।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃঠিক আছে।

প্রঃমানে আপনার পাশে যে পরিবার যারা আছে উনারা দেখভাল করে।

উঃহ্যাঁ। সবাই দেখে।

প্রঃদেখে না?

উঃআমারে সবাই ভালবাসে।

প্রঃআলণ্ঢাহর রহমতে এইটা অনেক খুশির কথা

উঃহ। আমারে সবাই ভালবাসে।

প্রঃ আচ্ছা আপা যেটা আমি বলছিলাম যে এই মুহূর্তে মানে আপনার বাসায় কারো ডায়রিয়া বা শ্বাসকষ্ট অথবা অন্য কোন অসুস্থতা, এই ধরনের কোন অসুস্থ কি আছে?

উঃনা না না। আল্লাহররহমত হেইডা নাই।

প্রঃজি।

উঃঠিক আছে।

প্রঃআচ্ছে কেউ এখন অসুস্থ নাহ। সবাই আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে।

উঃহ। আল্লাহররহমত সুস্থই আছি।

প্রঃতো মানে আপনি কি একটু মনে করতে পারেন আপা যে সর্বশেষ লাস্ট যে অসুস্থ হইছিল আপনার পরিবারের তিনজনের মধ্যে? কে অসুস্থ হইছিল?

উঃআমি।

প্রঃআপনে। আপনে যে বললেন যে মানে পায়ের যে ব্যাথা বা পানি আসছিল, এইটা কতদিন আগে?

উঃএইত মনে হয় দুই তিন মাস হইল।

প্রঃদুই তিন মাস। আর রোজার মধ্যে তো অসুস্থ হইছিল তো আপনার

উঃঐ নাতিন।

প্রঃনাতিন। তো রোজা তো গেছে কয়েকদিন আগে?

উঃহ্যাঁ।

প্রঃতারমানে সর্বশেষ কে? মানে নাতি হইছে অসুস্থ নাকি আপনি?

উঃনাতি তো। নাতি রোজার আগে হইছে রোজার আগে।

প্রঃরোজার আগে?

উঃহ্যাঁ।

প্রঃ আর আপনি ?

উঃআমিতো রোজার আগে থেকেই। হের আগেই থেকে অসুখ আমার।

প্রঃআচ্ছা।

উঃঠিক আছে। অসুখ নিয়েই তো ধরেন কাজ টাজ করি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃ হের মধ্যেও এক সমস্যা নিয়ে

প্রঃআপনার সমস্যা হল একটা হচ্ছে যে পানি আসছিল বলছেন

উঃহ।

প্রঃআর ঐ ব্যথা দেখাইছিলেন। কোথায় দেখাইছিলেন?

উঃএইযে এইযে পায়ের

প্র:পায়ের তলায়।

উ:গোঁড়ায় গোঁড়ায়। হ। অইগুলা ব্যথা করত।

প্র:আচ্ছা।

উ:মাংস ব্যথা করত।

----------**(১৫ঃ ০০ মিনিট)**----------

প্র:মাংস ব্যথা করত।

উ:হরিলে (শরীরে) ব্যাথা করত মাংস।

প্র:আচ্ছা।

উ:কিন্তু হাড়ের মধ্যে ব্যাথা করত না মামা।

প্র:আচ্ছা। ঐযে মাংসের মধ্যে ব্যাথা করত।

উ:হ। মাংসের মধ্যে ব্যাথা করত।

প্র:শুধু কি মাংস বা ইয়া জয়েন্ট গুলোয় ব্যথা এইগুলাই ব্যথা নাকি শরীরের অন্য জায়গায় ব্যাথা ছিল?

উ:না। এইগুলাতেই ব্যথা আছিল হাতে। এইগুলাত। এইগুলাত।

প্র:আর কোন ওর সাথে অন্য কোন রোগ ছিল? জ্বর বা ?

উ:নাহ। জ্বর তো মাঝে মাঝে এটা তো থাকতই। ব্যাথা যখন থাকতো বোঝেন না একটু জ্বর।

প্র:তখন কি জ্বর ছিল? মানে যখন ব্যাথা করত তখন জ্বর ছিল শরীরে?

উ:হ্যাঁ। জ্বর তো আছিল।জ্বর এখনও প্রায় প্রায় আসে মামা।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:বেশি ঠান্ডাটা সহ্য করতে পারি না।

প্র:এইটার জন্য আপনি ডাক্তার দেখাচ্ছেন নাহ? মানে এইযে।

উ:যখন একটু বেশি খারাপ লাগে তখন এই যে ধরেন কয়েকটা ট্যাবলেট মিশিয়া খাইয়া থাকি।

প্র:কি খান? ওইটা কি ট্যাবলেট?

উ:ঐযে শরীর হাত পা ব্যাথার জন্য ই ট্যাবলেটগুলা পাওয়া যায় নাহ? ট্যাবলেট এর নাম যেন কি? নাপা এক্সট্রা।

প্র:নাপা এক্সট্রা।

উ:হ।

প্র:আচ্ছা এই যে নাপা এক্সট্রা খান এইটা কে দেয়? ডাক্তার লেখে নাকি আপনি নিজে নিজে?

উ:নিজে নিজে নিয়ে আসি। আর যখন অতিরিক্ত শরীর খারাপ হয় তখন সরকারি ডাক্তার এর কাছেই আগে যায়।

প্র:আগে যান।ঐখানে দেখানোর নিয়ম কি আপা সরকারি হাসপাতালে?

উঃঐখানে ধরেন ৫ টাকা না ৩ টাকা দিয়া টিকিট কাটা লাগে । টিকিট কাটে এই লম্বা সিরিয়াল ধরা লাগে ওমা। সিরিয়াল এ কম করলে এক দেড় ঘণ্টা খাড়াই থাকা লাগে।

প্রঃজি।

উঃএর থেকে সিরিয়াল ধরে ফির টিকিটটা নিবেন। ওর থেকে সিরিয়াল ধরে ফির ডাক্তারের কাছে সিরিয়াল ধরো।

প্রঃআচ্ছা।

উঃকম করলেও দুই তিন ঘণ্টার নিচে না মামা।

প্রঃআচ্ছা। আচ্ছা। অনেক কষ্ট হয়।

উঃআমার অনেক কষ্ট হয়ে যায় মামা।সিরিয়ালে খাড়ায় থাকতে।

প্রঃঐখানে যে ডাক্তারগুলা আছে আপনার কি মনে হয় এরা কি ভাল ডাক্তার?

উঃনা আল্লাহর রহমতে কোন ওষুধ টসুধ খাইয়া কোন সমস্যা হয় নাই। অথবা সবাই চিনে জানে। তো মামা বুঝেন নাই ভাল ছাড়া তো আমাক খারাপ ওষুধ দেয় নাই।

প্রঃজি।

উঃসবাক (সবাইকে)এখনদেই কি না দেই এইটা উপর আল্লাহরছাড়া কেউ।

প্রঃতা ঠিক আছে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাচ্ছি

উঃকিন্তু আমার সাথে কেউ দুর্নীতি করে নি। আমিও কারো লগে কোন দুর্নীতি করি নাহ।

প্রঃআমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি ধরেন যে ডাক্তারগুলা টঙ্গী হাসপাতালে আছে তারা কেমন? তাদের সে যোগ্যতা কেমন, কি মনে হয় তারা কি ভাল ট্রিটমেন্ট করে?

উঃএখন যোগ্যতা এখন হল কি মামা। লেখাপড়া জানি না। যাই আসি। এই। এখন ধরেন অরে, ওরা তো চেনে জানে। অথবা যারা চেনে নাহ হেগর ঠেনে (তাদের সাথে) কথা একটু কম কই। বুঝেন নাই।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃহেরা ঐযে ওয়ার্ড বয় একটা লগে গেল। কইল আমাগো খালায়। কি আসয় বিসয়।ঠিক আছে। ভাল করে দেখে টেখে একটু ওষুধ টসুধ লেখে দেন।এই পর্যন্তই।

প্রঃ আচ্ছা। আচ্ছা।

উঃকি কইছি বুঝেন নাই?

প্রঃহুম।

উঃএই।

প্রঃআচ্ছা

উঃযেটা সত্য সেটাই।

প্রঃজি জি। আচ্ছা আপনার পরিবারে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় আপা হে, তো ধরেন আপনার ছোট বাচ্চা বা আপনার নাতি অসুস্থ হয়ে গেলো সেক্ষেত্রে এটা আপনি বুঝেন যে একজন লোক অসুস্থ। মানে আমার ছোট বাচ্চা বা নাতি যে অসুস্থ।

উ:হুম।

প্র:কেমনে বুঝেন? কি দেখে বুঝেন?

উ:এখন দেখেন আজকে ধরেন আমার নিজেক দিয়ে তো বোঝা যায়। আজকে আমার শরীরটা খারাপ লাগিচ্ছে। ঐ মেয়েটা যখন আজকে সারাদিন খেলতেছে। কালকে খেলল নাহ।

প্র:জি।

উ:মুই আজ দেখি খেন খেনাইতেছে। তো নিশ্চয়ই ওর অসুখ হইতাছে।

প্র:জি।

উ:কি ওর জ্বর আসবে। কি আসয় বিসয়। তখন ওর উপর টার্গেট হয়ে যায়।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। মানে কার টার্গেট হয়ে যায়। আপনার?

উ:হ। আমার একটা টার্গেট হয়।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:কি ব্যাপার। কি আসয় বিষয়। তখন ঐ সেদিন তো আর খেলল নাহ। জলদি ঘুমায় যায়। ঐ বিকাল বেলা হইতে হইতে বাছ জ্বর আসে। না হলে ঠান্ডা।চোখ মুখ ফুলে যাইব। লাল হয়ে যাইব।

প্র:জি।

উ:বোঝেন নাই।

প্র:আচ্ছা এটা তো ছোট বাচ্চা যেহেতু এটা আপনাকে বুঝতে হচ্ছে।

উ:হ।

প্র:বড়দের আপনার হলে নিজেরটা নিজে তো বুঝতেই পারেন।

উ:বড়দের এখন হইলে ছোট। হ।

প্র:আর যদি ছেলের হয়?

উ:ছেলের হইলে ছেলে কয়। বলে মা আমার এই সমস্যা হচ্ছে। কি আসয় বিসয়। তখন ঐ নিয়ে যাওয়া লাগে ডাক্তারের কাছে।

প্র:তো ছেলেকে কোথায় নেন আপা।

উ:ছেলেকে ঐ ঐ ই হসপিটাল এই নেই।

প্র:মানে সরকারি যেটাতে?

উ:হ হেডিত (সেখানে) নেই। হেরপরে ওষুধ টসুধ ফার্মেসি থেইকা কিনি।

প্র:বেশিভাগ চিকিৎসাটা কি সরকারি থেকে নেন না প্রাইভেটটা থেকে নেন?

উ:প্রাইভেট এ যাওয়ার কি টাকা আছে নাকি। অনেক খরচ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। অনেক খরচ। এইটা তো বুঝা যায় একটু প্রাইভেট এ খরচ টাবেশি পড়ে। সরকারি তে আপা শুধু মাত্র খরচ কম এইজন্য যান নাকি আর কোন কারন আছে সরকারি হসাপাতালে যাওয়ার?

উঃনা না না। কারন বলতে কি মানে ঐ ডাক্তার গুলা সরকারি। যা কিছু লেখব ওরা যদি ওষুধটা বাইরে থেকেও দেয়।

প্রঃজি।

উঃঠিক আছে। তারপরে ওরা সঠিক ওষুধটা দেয়।

প্রঃআচ্ছা। আচ্ছা।

উঃহয়তবা ওরা যদি ওষুধটা দেয় এইটা বাইরে আইসা অন্য জনেরা চেক করে।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। কে চেক করে এটা?

উঃএইটা হইল ধরেন এখন এইটা তো সরকারের থেকে আইছে চেক করাটা।

প্রঃহ্যাঁ।

উঃএখন ধরতে চেক করে উনি কিরকম লোক (অস্পষ্ট কথা- ১৯ঃ৩৫), কি ওষুধটা দিল অথবা কি দিল?এইটা তো মনে হয় ওরা চেক করে?

প্রঃজি।

উঃনা হলে তো ঐ ওষুধটা নিয়ে আসার হাতে লগে লগেই তো হেরা কয় আপা ওষুধটা দেখি।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। মানে ওষুধ তো আপনাকে কিছু সরকারি হাসপাতাল থেকে দেয়।

উঃহ দেয়।কিন্তু এইটা।

প্রঃডাক্তার যে ওষুধ লেখে ওইটা কি কাগজে প্রেসক্রিপশন এ লেইখা দেয়?

উঃহ্যাঁ। হ্যাঁ।

প্রঃব্যবস্থাপত্রে লেইখা দেয়।

উঃহ।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। তো এটা কে চেক করে। আবার বললেন যে আবার চেক করে।

----------(২০ঃ ০০ মিনিট)----------

উঃএইটা চেক করে ধরেন বাইরে যে আমরা ওষুধটা নিয়া আসমু না?

প্রঃজি।

উঃআইসা কিছু লোক খাড়াই থাকে।

প্রঃআচ্ছা। ওরা কোথাকার লোক বা কারা?

উঃএইটা সরকারের থেইকা। নাহইলেওরা কি দেখব?

প্রঃআচ্ছা।

উঃওরা সরকারের থেকেই আসে। আসে তখন ঐ ওষুধটা নেয়। অথবা প্রেসক্রিপশনটা নেয়।

প্রঃজি।

উ:ঠিক আছে। নিয়া দেখে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:দেইখা পইড়া তারপরে।

প্র:এইজন্য আপনার কাছে মনে হয় এটা ভাল।

উ:হুম।

প্র:মানে আপনে যে পয়েন্ট বললেন বা কথা বললেন যেমন যদি আমি একটু সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করি একটা বললেন যে সরকারি কে আপনি ভাল বলতেছেন।

উ:হুম।

প্র:ডাক্তার যারা আছে ওরা ভাল ডাক্তার বলতেছেন।

উ:হ।

প্র:তারপর যেহেতু বাইরে প্রেসক্রিপশন যাওয়ার ডাক্তার ওইটা লেখার পরেএকজন চেক করে বলতেছেন।

উ:ডাক্তারটা। হ্যাঁ। জি।

প্র:আর কোন কারন আছে?

উ:নাহ। আর কোন কারন হলোকি এখন ওরা যে দামি ওষুধ যে একটাও দেয় না এইডা তো সমস্যা।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। দামি দিলে কি আপনার কাছে মনে হয় যে ভাল, ভাল ডাক্তার?

উ:আহা, ভাল ডাক্তার। ওরা যে সরকারের থেকে যে আমাগো কত ওষুধ দেয়, দেয় না?

প্র:হ্যাঁ।

উ:ওরা এই ওষুধগুলা কি করে? এই আমাগো একটা ট্যাবলেট ছোট ছোট পোলাপানের এই জ্বরের, একটু কাশির সিরাপ ছাড়া আর কোন সিরাপ দেয় নাহ।

প্র:আচ্ছা।

উ:আর সব জিনিস আমাগো বাইরে থেকে কেনা লাগে। সব। মানে সব।

প্র:মানে সরকার থেকে কোন ওষুধ দেয় নাহ?

উ: নাহ। সরকারের থেকে পোলাপানের ঐ ধর একটা ফাইল, দুইটা ফাইল এই জ্বরের। হে ছাড়া আর কোন।

প্র:আর ওষুধ নাই?

উ:নাহ।

প্র:কাটা ছিঁড়া বা অন্য কোন জায়গায় যদি কোন সমস্যা হয়

উ:এইগুলার কোন ওষুধ নাই।

প্র:কোন ওষুধ নাই।

উ:ঠিক আছে।

প্র:বুঝতে পারছি। আচ্ছা তো আপা তো এখন স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যেটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম সিদ্ধান্ত সম্পর্কে। যে ধরেন আপনার পরিবারের কেউ অসুস্থ হল । আপনি হলেন বা আপনার ছোট বাচ্চাটা হল বা আপনার নাতিটা হল হে। তো এইটার যে প্রাথমিক চিকিৎসা এইটার জন্য আপনারা কোথায় যান?

উ:(অস্পষ্ট কথা- ২১ঃ৪২-২১ঃ৪৩)

প্র:বেসরকারি হাসপাতালে যান। আচ্ছা। প্রাথমিক কোন চিকিৎসা ধরেন এই যে জ্বর সর্দি কাশি এইগুলার জন্য কোথায় যান আপনি?

উ:এইযে তোমার ফার্মেসি।

প্র:এইগুলার জন্য সরকারি হাসপাতালে যান নাকি সরাসরি ফার্মেসিতে যান?

উ:সরাসরি ফার্মেসিতেই যাই।

প্র:ফার্মেসিতে যান?

উ:হ।

প্র:এইযে ফার্মেসিতে যেতে হবে আপনার তো হাসপাতালে যাওয়ারও সুযোগ আছে। তো আপনি হাসপাতালে না গিয়ে বলতেছেন সরাসরি ফার্মেসিতে যান। এই একটা সিদ্ধান্তনেয় আপনার পরিবার থেকে। এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উ:আমিই নেই।

প্র:আপনেই নেন। তো কেন আপা আপনে মানে আপনার তো সুযোগ আছে। বাসার এখান থেকে তো দেখা যায় হাসপাতাল।

উ:ঐযে মামা খাড়ায় থাকাটা অসহ্য লাগে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। খাড়ায় থাকা মানে যে কোনটা। এইটা কি লাইন বলছিলেন সিরিয়াল?

উ:তিনটা সিরিয়াল দেওয়া লাগে। আপনে কন।

প্র:ওরে খোদা।

উ:কমদম সিরিয়াল না মামা। জানেন নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা মানে মানে অনেক আগে থেকে এরকম হয়ে আসতেছে নাকি সম্প্রতি এরকম হইতেছে?

উ:না না অনেক আগে থেকেই। কম কইলেও ৫০-৬০ জনের সিরিয়াল থাকেই।

প্র:জি।

উ:তাইলে এইটা কতক্ষন সময়ের দরকার আপনি বলেন?

প্র:তা ঠিক তো। স্বাভাবিক আসলে সরকারি হাসপাতালে আমরা শুনি অনেকের মুখেই শুনি যে ঐখানে গেলে অনেক সময় লাগে।

উ:আমার অনেক বিরক্ত লাগে মামা।

প্র: জি।

উ:একবারকা জানেন অসুস্থের কারনে ওষুধ ঠিকই নিছি। কখন যে পড়ে গেছি নিজেই কইতে পারি নাহ।

প্র:মানে পড়ে গেছেন আপা তারপরে।

উ:হ্যাঁ। জানেন হের পরে হেই ঘরের মাইনসে আমার চোখ মুখে পানি টানি দিয়া। তখন এই ছোট পোলাটা আমার খুব ছোট।

প্র:এই আপনার নাতিটা?

উ:আমার। আমার

প্র:ছেলে ।

উ:আমার পোলা। হ।

প্র:ছেলে। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। খুব ছোট। তখন নাতিনের কোন খবরই নাই।

প্র:আচ্ছা নাতিন কয় বছর ধরে আছে আপনার সাথে?

উ:চার।

প্র:চার বছর?

উ:হ।

প্র:চার বছরই আপনার সাথে। একদম ছোট কালে নিয়া আসছেন ওরে?

উ:হ্যাঁ। অতো।

প্র:জন্মের জন্মের কতদিন পরে?

উ:ওর মা আমার কাছে ছিল।

প্র: আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। পরে ঐযে আমার ভাইগ্নার লগে চলে গেছে। ভাইগ্না তো আর আমার নাতিনেক তো নিব নাহ। হের বাপ।

প্র:ভাইগ্নার সাথে চলে গেছে মানে বিয়ে হইছে আবার?

উ:মানে এর বাপে অন্য জায়গাত বিয়া করছে। তখন তো আমার মেয়ে থাকে না তের বছরের মেয়ে।

প্র:আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। মেয়েটা কিন্তু কম বয়সে বিয়া দিছিলাম।

প্র:আচ্ছা।

উ:দেখতে শুনতে ভাল আছিল বোঝেন নাই। কাজেকর্মে যাইতাম। মেয়ে স্কুলে থেকে আইসে ঘরে একা থাকতো।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। আর মেয়েটাও আমার কোনভাবে কম আছিল নাহ।

প্র:আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। এই কারনেই কম বয়েসেতে বিয়ে দেওয়া লাগছে। ঐ মেয়েটা যে বুঝকালের তখন এই জামাইটা পছন্দ করে নাই।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:পছন্দ না করায়

প্র:কিজন্য পছন্দ করে নাই, তার বুঝ কম ? বয়স কম।

উ:বুঝ কম হইলে কিন্তু ঐ ছেলের, মেয়ের বাপের বয়স একটু বেশি।

প্র:আচ্ছা।

উ:বয়স বেশি আর হেই জামাইডা একটু কালা।

প্র:কাল?

উ:এই কারণে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। আহা। তুই আমার কথা হইল কি ওর পছন্দ হয়নিএইডা আমারে ক।এইডা তো আমি আগেই কেন্সেল করতাম।

প্র:মানে মেয়ের আপনার মেয়ের পছন্দ হয় নাই। নাকি ইয়ের পছন্দ হয় নাই।

উ:হ। হ। আমার মেয়েরই পছন্দ হয় নাই।

প্র:মেয়েরই পছন্দ হয় নাই। পরে মেয়ে আবার বিয়ে দিছেন কার সাথে?

উ:এই আমার বোনপোলার লগে?

প্র:বোনের ছেলে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:ভাগিনার সাথে। এখন কি সুখে আছে, ভাল আছে?

উ:সুখে থাকে নাকি, এখন আছে মোটামুটি।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা আমরা দোয়া করি তার জন্য। আচ্ছা আপা যেটা বলতেছিলেন ঐযে সরকারি হাসপাতালে লাইনে দাঁড়ায়ে একবার মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন।

উ:আমার খুব। হ।

প্র:পড়ে কি হইল একটু বলেন তো?

উ:হেইডা হের ঐ পইড়া যাওয়ার পড়ে আমিতো কইতে পারি নাহ কখন পড়ে গেছে।

প্র:জি।

উ:ওষুধটা নিছি এইডা আমার খেয়াল আছে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:কিন্তু ওষুধ নিলাম। ঠিক আছে।

প্র:হুম।

উ:আবার ফের পরলাম কেমনে?

প্র:হুম।

উ:হেরপরে এরা ঐ ওয়ার্ড বয় ওরা কি করছে।পানি টানি দিয়ে আমারে সুস্থ কইরছে। ওষুধ নিল আবার পড়ে গেলো কেমনে?

----------**(২৫ঃ০০ মিনিট)**----------

প্র:হুম।

উ:এইডা তো আর কইতে পারি নাহ।

প্র:হুম।

উ:হেরপরে বাসায় গিয়া খবর দিল।

প্র:হুম।

উ:তখন আমার মেয়েটা আছিল।

প্র:আচ্ছা।

উ:আমারে দুইতিন জনে আইসা আমারে নিয়া গেলো।

প্র:আচ্ছা।

উ:বাসায় নিয়ে যাওয়ার পরে হেই ওষুধ খাওয়াইলাম। খাওয়া টাওয়ার পরে ফির সপ্তাহে আইসবার কইছিল।

প্র:জি।

উ:তো ফির সপ্তাহে না আইসা ঐ স্লিপ দেইখা আবার ঐ ইতে ডাক্তার আছে .... ডাক্তার।

প্র:আচ্ছা।

উ:.... ডাক্তার আছে।

প্র:এইটা কোন জায়গায়, সরকারি হাসপাতাল এ?

উ:না সরকারি হাসপাতালে উনি বসে। অথবা ক্লিনিক এও কানেকশন করে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। চেম্বারে।

উ:হ। ঐ এইটা হইছে তোমার এই মেইল গেট।

প্র:মেইল গেট। আচ্ছা।

উ:ঐখানে ভিতরে হইল ই আছে। ঐখানে যাইয়া ওষুধ আনতাম। উনির ওষুধটা খুবই ভাল।

প্র:উনি কি ভিজিট লাগে। তাকে ভিজিট দিতে হয়?

উ:নাহ। ভিজিট তাক দেওয়া হয় নাহ। ঠিক আছে। কিন্তু উনি ওষুধগুলা দেয় খুব ভাল। কিন্তু আমি পোলা আর মেয়ে যখন আমি ঐ পাশে ছিলাম তখন আমি উনার ওষুধ দিয়াই আমি পোলাপান মানুষ করছি।

প্র:মানে উনি কি রকম ডাক্তার। মানে সে কি পল্লী চিকিৎসক এরকম নাকি হইতেছে ঔষধ বিক্রি করে ফার্মেসীর, নাকি হইতেছে কোন পাশ করা ডাক্তার এমবিবিএস, সরকারি ডাক্তার?

উ:হেইডাই হইব।যে মানুষ ধরেন হইল সরকারি মেডিকেল এ তোমার হইল হের পরে এই তোমার হইল ক্লিনিক এ যখন হইল উনি হইল ই করে। ভাল ডাক্তার হইতে পারে নাহ।

প্র:ভিজিট দিতে হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে যেমন আমরা ভিজিট দিই ধরেন চার পাঁচশ টাকা বা তিনশ টাকা। আপনাকে কি এরকম

উ:উনি তো আমার থেকে কোন সময় ভিজিট টিজিট নেয় নাই।

প্র:আর এমনে যে ওষুধ যে দেয়, ওইটা কি কোন প্রেসক্রিপশন কাগজে লেখে দেয় না মুখে বলে দেয়?

উ:হ্যাঁ। অথবা প্রেসক্রিপশন ও দেয়। একবারকা জানেন নাহ মামা আমি টাইফয়েড জ্বরে কি অবস্থা হইছিলাম। উনি কিন্তু আমারে ভাল দিছে। সুইডা জানেন আমারে কই দিছিল জানেন

প্র:হ্যাঁ।

উ:এই কোমরে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। সুই।

উ:হ।

প্র:ইনজেকশন দিছে।

উ:হ।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:ঐ পাঁচটা ইনজেকশন দেওয়ার পরে আমি ভাল হইছি টাইফয়েড জ্বরের পর।

প্র:ও তাইলে তো অনেক কষ্ট হইছে আপনার?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা যেটা বলছিলাম আপা সেটা হচ্ছে

উ:জ্বর যে আইত মামা চকি টকি ভাঙ্গি যাইত। এইরকম কাপাইনা জ্বর আইত।

প্র:ওরে বাবা অনেক কষ্ট হইছে। এইটা কবেকার ঘটনা?

উ:এই কম কইলেও পাচ ছয় বছরের ঘটনা।

প্র:পাচ ছয় বছরের আগের ঘটনা?

উ:হ।

প্র:তখন কোন এন্টিবায়োটিক দিছিল খেয়াল আছে?

উ:এন্টিবায়োটিক মাঝে মাঝে খাই মামা।

প্র:মানে কোনটা খান? কি খান? কিজন্য খান ?

উ:এই যখন আমি অতিরিক্ত জ্বরে যখন আর কুলাইতে পারি নাহ।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। ওষুধে।

প্র:হুম।

উ:তখন ঐ এন্টিবায়োটিক টেন্টিবায়োটিক দেয় ডাক্তারে।

প্র:কোন ডাক্তার দেয় এটা?

উ:এখন ঐ ধরেন ঐ মেডিকেল এ যদি যাই অথবা ফার্মেসিতে যাই।

প্র:বেশিরভাগ সময় তো বললেন যে মেডিকেল এ যান। মেডিকেল এ ডাক্তাররাই দেয় নাকি ফার্মেসিতে যান।

উ:ফার্মেসি থেকে নিয়া আসি। বলে আমারে এন্টিবায়োটিক দেন।

প্র:ফার্মেসীর ঐখানে কে দেয়, কে দেয় এন্টিবায়োটিক?

উ:এখন ঐযে ফার্মেসীর এইযে ডাক্তার টুকটাক ডাক্তারগুলা আছে নাহ।

প্র:ডাক্তার মানে সে কি ওষুধ বিক্রি করে নাকি সে এসে শুধু রোগী দেখে?

উ:নাহ। ওষুধ বিক্রি করে।

প্র:ওষুধ বিক্রি করে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা। তো উনি এইযে এই ওষুধটা দেয় ।

উ:হুম।

প্র:কি এন্টিবায়োটিক দেয়? অনেক সময় আপনি নিজেই যাইয়া বলেন যে এন্টিবায়োটিক দেন নাকি ঐ বলে এন্টিবায়োটিক খাইতে হবে।

উ:নাহ। ঐ ওষুধের কথা কইলে বেশি তখন ঐএন্টিবায়োটিক দেয়। এন্টিবায়োটিক খাইলে মামা পরের দিন আর উঠতে পারি নাহ।

প্র:আচ্ছা। (হেসে) মানে কি এন্টিবায়োটিক দেয়, একটা দুইটার নাম বলতে পারবেন আপা? মানে দাম কেমন এন্টিবায়োটিকগুলার? যেমন ধরেন

উ:দাম তো নেয়।

প্র:কত ধরেন? প্রচন্ড জ্বর আসল। একটা এন্টিবায়োটিক কিনতে গেলেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:তাহলে এন্টিবায়োটিকের দাম কত? মানে আপনি তো কিনছেন বলে। প্রায়ই মাঝে মাঝে খান।

উ:মাঝে মধ্যেআমি খাই মামা। যখন

প্র:তাইলে এইটার দাম কেমন?

উ:এইডা কি আর মনে থাকে?

প্র:ধরেন একটা মানে ধারনা আর কি। আপনি তো কিনেন। আপনার তো একটা ধারনা আছে। কত ধরেন? ট্যাবলেট তো দেয় নাকি? ট্যাবলেট না?

উ:হ ট্যাবলেট।

প্র:কত হয় ধরেন এক পাতা ট্যাবলেট এর দাম?

উ:এক পাতা ট্যাবলেট তো এমনিতেই নেয়, নাপা হইল একপাতা ট্যাবলেট হইল ৩০ টাকা।

প্র:৩০ টাকা। আর যদি আর পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক হয়?

উ:পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক ধরেন তাইলে কত আইব? ওইটা থেকে ভাগ করেন।

প্র:কিনেন তো আপনি।

উ:হ। ঐডি তো মনে নাই। আর ঐ এক পাতা তো কিনি নাহ মামা।

প্র:কয়টা কিনেন?

উ:এই ধরেন দুইটা তিনটা চারটা এইরকম।

প্র:চারটা ট্যাবলেট এর দাম কত?

উ:চারটা ট্যাবলেট আমি তিন দিনে খাই মামা।

প্র:হ্যাঁ। বুঝছি। তিন দিনে খান। কিন্তু এইটার দাম কত চারটা ট্যাবলেট এর?

উ:এই চারটা ট্যাবলেট আর কত নিব মামা?ঐ টাকা এক জনাক দেই, কিনে নিয়ে এসে দেয়। বোঝেন নাহ।

প্র:আপনি কত টাকা দেন? যাকে কিনার জন্য দেন?

উ:এই ৫০ টাকা ১০০ টাকা দেই।

প্র:১০০ টাকা?

উ:হ।

প্র:তাইলে একশ টাকায় কয়টা ওষুধ পাওয়া যায়, এন্টিবায়োটিক যেটা বলতেছেন?

উ:এখন এইডায় তো মনে করে পাই নাহ। অয় কি জানি দিছিল এন্টিবায়োটিক এর লাই? ৫০ টাকার নোট দিছিলাম। আমারে দশ টাকা না বার টাকা সে ফিরিয়ে দিল।

প্র:জি।

উ:কিনলাম আর চারটা ট্যাবলেট মিশায় দিছে।

প্র:চারটা ট্যাবলেট?

উ:হ।

প্র:এটা কি মানে যারা ওষুধের যে দোকান থেকে যারা ওষুধ বিক্রি করে ওরাই দেই বলতেছেন।

উ:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

প্র:এবং ওদেরকে ওষুধ কি আপনি নিজে কিনেন নাকি কাউকে পাঠান?

উ:না মাইনসেরে (মানুষকে) বেশিরভাগ পাঠাই।

প্র:কোন মানুষেরে?

উ:এই ধরেন এই পোলারে পাঠাই। নাহলে আরেক জনাক দিলাম স্লিপটা সহকারে।এই ওষুধটা আমারে আইনা দে। তো আমারে আইনা দেয়।

প্র:কিন্তু স্লিপটা পান কোন জায়গায়?

উ:ঐ সরকার ডাক্তার থেকে।

প্র:ডাক্তার এর ঐখানে দেখান।

উ:ঐখানে দেখাইয়া হেরপরে জেডা ওইটা দিয়ে যখন হচ্ছে নাহ।

----------**(৩০ঃ০০ মিনিট)**----------

তখন আমি মুখ দিয়ে কই বলি এই ওষুধটা নিয়ে আস?

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:কি করমু মামা কন ছাই।

প্র:হ্যাঁ। বুঝতে পারছি। এইযে খাইতে হবে কইদিন খাইতে হবে বা কিভাবে খাইতে হবে, এই জিনিসটা কি স্লিপ এ লেখা থাকে আপা?

উ:হ্যাঁ।

প্র:হ্যাঁ?

উ:হ্যাঁ।

প্র:তো আপনি ঐ অনুযায়ী ধরেন আপনাকে আমি একটা উদাহরন দিচ্ছি। ডাক্তার বলল যে আপা আপনার যে জ্বর আপনি হচ্ছে সাতদিন আপনাকে এই ওষুধটা খাইতে হবে। তখন আপনি সাতদিনের জন্য যে স্লিপ এ দেয় সেইক্ষেত্রে

উ:সাতদিন তো খাইতে পারি নাহ।

প্র:কয়দিন খান আপনি?

উ:এই কম কইলেও ১৫ দিন পার হইয়া যায়। এক বেলা খাইলে আরেক বেলা খাইতে মনে থাকে নাহ।

প্র:কেন। কেন মনে থাকে নাহ?

উ:এইযে কাজের ধান্দায়।

প্র:আচ্ছা। তো আপনি যে অসুস্থ।

উ:টাইম ছাড়া বেটাইম এ চলি যায়

প্র:আপনি যে অসুস্থ কষ্ট পাচ্ছেন। তাইলে এটা আপনার নিয়ম মাফিক খাওয়া উচিত নাহ?

উ:হ্যাঁ। এটা ঠিক আছে এটা আপনারা যে কচ্ছেন এটা আমি মানি। ঠিক আছে । কিন্তু

প্র:এটা কি প্রায় সময় হয় নাকি মাঝে মাঝে হয়?

উ:এটা মাঝে মধ্যে হয়।

প্র:আর যদি ধরেন সাত দিনের জন্য ওষুধ দেয় আপনি কয়দিনের জন্য কিনেন? সাত দিনের জন্যই কিনেন?

উ:হুম। আমি ওষুধ কিনলে একবারেই কিনি।

প্র:কিন্তু একটু আগে যে বলতেছেন আপনার টাকার সমস্যা। আপনার।

উ:হ্যাঁ। হয়। তখন ঐযে কষ্ট করে থাকি। ঠিক আছে। না হলে

প্র:এইজন্য কি প্রায় সময় পুরাটা কিনেন আগে নাকি অল্প করে কিনেন আগে? কয়েকদিন খাইয়ে ভাল হয়ে গেলে ।

উ:তখন ধরতে গেলে যদি ডাক্তার কয় এইডা বেশিদিন খাইতে হইব। তখন তখন তো টেকা তো আর থাকে নাহ। বোঝেন নাই?

প্র:হুম।

উ:তখন ঐ অল্প কইরা নিয়ে আসি।

প্র:হুম।

উ:আর পরবর্তী যদি দেখলাম বলে ভাল হইয়া গেলাম। তখন আর কিনি নাহ।

প্র:কিনেন নাহ? তো প্রায় সময় কি এরকম কিনেন নাহ নাকি সবসময় কিনেন যতগুলা দেয় সবগুলাই কিনেন?

উ:হ্যাঁ। যেটা ধরতে গেলে টেকা টুকা থাকলে কিন্তু কম দামি যেটা ওষুধের সাথে একবারেই আসে।

প্র:জি।

উ:ঠিক আছে। মাসেরটা।

প্র:জি।

উ:তখন তো হেইডা একবার ই আইল। আর যেটা বেশি দামের একটা শর্ট পড়া গেল। তখন ওইটা থাইকে গেল।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:বোঝেন না মামা।

প্র:জি জি। আচ্ছা তাইলে আপা।

উ:যেটা সত্যি সেটা কইলাম।

প্র:এইযে এইযে হাসপাতালে যায় প্রায় ওষুধ কেনার জন্য যায়।

উ:এই হাসপাতালটাই আমার বিরক্ত লাগে মামা।

প্র:কোনটা সরকারি ?

উ:এই সিরিয়াল।

প্র:সরকারি হাসপাতাল?

উ:হ।

প্র:সিরিয়ালটা বিরক্ত লাগে?

উ:যা বিরক্ত লাগে মামা হেডা আর কইয়েন নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এইগুলা আমরাও শুনি।

উ:আর আমাগো গরীব বইলা নাহ। মধ্যম শ্রেনির যারা সবগুলা সরকারি মেডিকেল এ দৌড়ায়।

প্র: আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:বড় কি ছোট কি,অকিন্নি, ফকিন্নি, যা কিছু আছে সব। আরে কোন নাহ নাই।

প্র:স্বাভাবিক। মানুষের আয় অনুযায়ী মানুষকে চলতে হবে। ঠিক না?

উ:এইটা ঠিক আছে।

প্র:মানুষের যার ইনকাম যতটুক, তার খরচও ততটুক।

উ:কিন্তু এইযে আমাগোর একটা বাড়িয়ালা হেও যায়।

প্র:আপনাদের বাড়িয়ালা?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা উনিও যায়। উনার তো অনেক বড় বিল্ডিং দেখি উনিও যায়।

উ:উনার অনেক সম্পত্তি।

প্র:অনেক সম্পত্তি আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আপা এইযে বললেন যে ওষুধ আনার জন্য যে ফার্মেসিতে যায়। প্রায় সময় কে যায় ওষুধ আনার জন্য আপনার পরিবার থেকে?

উ:আমার পোলাই যায়।

প্র:পোলাই যায় বেশিরভাগ সময়। আর একটু আগে বলতেছিলেন যে বাহির থেকে কাউকে টাকা দিয়ে পাঠান। কে যায়?

উ:এইযে তোমার ঐযে আমার পোলা যেখানে কাজ করে নাহ?

প্র:জি।

উ:হের মালিক কোন সময় ডাক্তারের কাছে ফোন দিলে পরে হের চেনা জানা ডাক্তার আছে।

প্র:আচ্ছা।

উ:হ্যাঁগো থেকে পরামর্শ নেয়। আর না হলে হেইখানে নিয়া যায়।

প্র:আচ্ছা। ঐখানে কে নিয়ে যায়?

উ:ঐ মালিকে।

প্র:মালিকে? কাকে নিয়ে যায়?

উ:আমারে।

প্র:আপনারে।

উ:হ্যাঁ।

প্র:মানে উনার পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

উ:হ।

প্র:এটা কোন জায়গায়?

উ:এটা টঙ্গী মেডিকেল এ নিয়ে যায়।

প্র:মেডিকেল এ নিয়ে যায়। আচ্ছা পরিচিত ডাক্তার আছে। তাইলে

উ:আর পোলাপান এর অসুখ হইলে ঐযে কইলাম নাহ।

প্র:আচ্ছা। কোন জায়গায় এটা ?

উ:ঐযে ডাক্তার নাম কইলাম।

প্র:উনি কি কোন স্লিপ এ প্রেসক্রিপশন বা স্লিপ দেয়?

উ:উনার ভিজিট চারশ টাকা। ডা:২৭।

প্র:চারশ টাকা ভিজিট। ঐযে ডা:২৭। বাচ্চার যে শিশু বিশেষজ্ঞ বলছিলেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আপা তাইলে হচ্ছে আপনার ছেলেই কেনে ওষুধ ফার্মেসি থেকে। আর মাঝে মধ্যে যে টাকা দিয়ে এইযে ৫০ টাকায় এন্টিবায়োটিক কেনার জন্য ২-৩ টা এন্টিবায়োটিক কার জন্য দিছিলেন এটা?

উ:আমার জন্যি।

প্র:মানে ঐ কে আইনে দিছিল? উনি কে?

উ:আমার পোলাই আনছিল।

প্র:আপনার পোলাই আনছিল। আচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আচ্ছা এইযে ওষুধগুলা আপা কিনেন যে ধরেন কিনেন হাসপাতাল থেকে প্রেসক্রিপশন দেয়ার পরে ওষুধগুলা কিনেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:এই যাওয়ার সিদ্ধান্তটা ডিসিশনটা আপনি মেইনলি দেন নাহ?

উ:হ্যাঁ।

প্র:পরিবার থেকে। আর তো কেউ কি দেওয়ার । আচ্ছা আচ্ছা আর কেউ দেয় নাহ।

উ:আর কেউ নাই মামা।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তো আপা এখন যেটা (অস্পষ্ট কথা ৩৪ঃ০০) এন্টিবায়োটিক নিয়া আপা হ্যাঁ।ধরেন এই যে এন্টিবায়োটিক। এন্টিবায়োটিক আমরা বলি। অনেকক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করলাম।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আসলে এই এন্টিবায়োটিক ওষুধটা আসলে কিরকম? এটা কি? ধরেন অনেক ধরনের তো ওষুধ আছে।

উ:কিন্তু ওইটা অনেক ই, ভাল ওষুধ ঠিক আছে।

প্র:হ্যাঁ।

উ:অনেক ভাল। কিন্তু কিন্তু শরীর দুর্বল কইরা ফালায়।

প্র:দুর্বল করে।

উ:পাওয়ারের ওষুধ তো।

প্র:হুম।

উ:খুব শরীর দুর্বল কইরি ফালায়।

প্র:এটা হচ্ছে ধরেন এন্টিবায়োটিক এর আমরাযদি একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলি বা সাইড ইফেক্ট বলি বলা যায় যে শরীর দুর্বল হইয়া যাইতেছে। এটা আপনি বলতেছেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আর এমনে যে এন্টিবায়োটিক ওষুধ এমনে ভাল নাহ?

উ:নাহ এটা অনেক ভাল।

প্র:ভাল। এটা মানে কি, এটা কি কাজ করে?

উ:এটা সব কাজই করে।

প্র:কি করে? কয়েকটা কাজ বলতে পারেন?

উ:এই শরীর ব্যথা। তোমার হইল ধর জ্বরের, ঠান্ডা। সব রোগের কাজ করে।

প্র:আর কি কাজ করে?

উ:এইটা তো কইতে পারলাম নাহ।

প্র:ধরেন আপনাকে এইযে আপনে এই ধরনের ওষুধগুলা আপনি এন্টিবায়োটিক খাইছেন। আপনার কোন সমস্যা হইছিল কোন? অন্য কোন সমস্যার জন্য এন্টিবায়োটিক খাইছেন?

উ:নাহ।

প্র: আপনার যে বাচ্চা হইছে, এইগুলা কি নরমাল ডেলিভারি হইছে না সিজার হইছে?

----------**(৩৫ঃ০০ মিনিট)**----------

উ:আল্লাহর রহমতে নরমালই হইছে।

প্র:নরমাল ডেলিভারি হওয়ার পর কোন এন্টিবায়োটিক কি দিছিল?

উ:তখন এইগুলার কথা কি মনে আছে?

প্র:এইটা কত দিন আগের ঘটনা?

উ:ছোট পোলার বয়স হইল ১৪ চলতেছে। আর ১৪ বছর থেকে আর কোন খবর নাই।

প্র:তখন কোন পাওয়ারের ওষুধ খাইছেন অন্য কোন কাটা ছিঁড়া বা অন্য কোন সমস্যার জন্য? কোন এক্সিডেন্ট বা কোন সমস্যার জন্য নিছেন এন্টিবায়োটিক?

উ:নাহ।

প্র:আর বলতে পারবেন কয়েকটা তো বললেন আপা যে জ্বর ব্যাথা ঠান্ডা এইগুলার জন্য এন্টিবায়োটিকদেয়। আর কি কারণে দিতে পারে এন্টিবায়োটিক?

উ:এন্টিবায়োটিক অনেক কিছুতেই দেওয়া লাগে। কাটা গেলি পরে তো এন্টিবায়োটিক লাগে। পোড়ার জন্য তো এন্টিবায়োটিক দেওয়া লাগে। ঠিক আছে।

প্র:জি জি। আর? আর কয়েকটা বলেন?

উ:অনেক দরকারি ওষুধ অনেক ওষুধের কারবার ই এইডা।ঠিক আছে এন্টিবায়োটিক।

প্র:জি।

উ:এন্টিবায়োটিক জিনিসটা কিন্তু অনেক ভাল।

প্র:জি।

উ:কিন্তু ছোট গো ওষুধ তো সবার শরীরে আবার এটা খাটে নাহ।

প্র:হুম।

উ:বলে কেন? আমরা যারা কাজ কর্ম কইরা খাওয়াই। পাওয়ারের ওষুধ তো

প্র:হুম।

উ:হেইজন্য শরীরটা বেশি দুর্বল লাগে।

প্র:হুম।

উ:এখন ঐ ওষুধ খাবার গেলে নিয়ম মত আধা লিটার দুধ খাওয়া লাগবে।

প্র:জি।

উ:এইটা খাওয়া লাগবে মামা। খালি জি কি, কইলে হইব নাহ।

প্র:এইটা তো বলছেন দুর্বল লাগে। এইজন্য দুধ খাওয়া লাগে।

উ:জি।

প্র:এন্টিবায়োটিক খাওয়ার তো একটা নিয়ম আছে। যে এই যেমন বললেন যে এন্টিবায়োটিক খেলে দুধ খাইতে হবে। এইটা আপনার মতে একটা নিয়ম।

উ:হ।

প্র:আপনার দুর্বল লাগে মাথা ব্যথা করে।

উ:অনেক অনেক।

প্র:আর এন্টিবায়োটিক খাওয়ার তো একটা নিয়ম আছে।

উ:হুম।

প্র:এন্টিবায়োটিক খাইতে কি নিয়ম মাথায় রাখতে হবে বলেন তো?

উ:বলি তো।

প্র:এটা একটা ওষুধ।পাওয়ারের ওষুধ। এটা খাওয়ার তো একটা নিয়ম আছে।

উ:হ্যাঁ।

প্র:কি নিয়ম মাফিক খাইতে হবে এটা?

উ:এটা তো আর কইতে পারলাম নাহ।

প্র:ধরেন ডাক্তার তো একটা কাগজে লেখে দেয়।

উ:হ্যাঁ।

প্র:যে এইটা একটা এন্টিবায়োটিক দিলাম। অনেক সময় বলে দেয় আবার অনেক সময় বলে নাহ।

উ:হ্যাঁ।

প্র:যে এন্টিবায়োটিক দিলাম যেটা আপনি আপা খাবেন। আপনি খাইলে আশা করতেছি ভাল হয় যাবেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:তো এতে এমনে লেখে দেয় যে সাত দিন খাবেন। কথার কথা যে প্রতি ছয় ঘণ্টা পর পর একটা খাবেন বা দিনে দুইটা খাবেন বার ঘণ্টা পর পর। এই একটা নিয়ম লেখে দেয় নাই এরকম?

উ:হ্যাঁ। দেয়।

প্র:তো এই নিয়ম মাফিক কি ওষুধ খাইতে হয়?

উ:ওইটাই তো কইলাম। নিয়ম মতন খাইতে পারি নাহ। উলটা পাল্টা হয়ে যায়।

প্র:কেন কেন আপা?

উ:এই ধরেন, সকালের ওষুধটা

প্র:হুম।

উ:ধরেন এই দিনে দশটায় খাইলাম, সকালে খাইলাম নাহ। এখন বিকেলের ওষুধটা রাত্রের ওষুধটা হেই রাইতে দশটায় খাইলাম।

প্র:রাইতে দশটায় খাইতে হবে।

উ:দশটা এগার টা। অতিরিক্ত বারোটা।

প্র:হুম।

উ:তাইলে হল?

প্র:না তাহলে হল নাহ।

উ:তাহলে। এই এইটা হইলযে সমস্যা। হের মধ্যে যে ঘুমাই, ঐ ঘুমটাও হয় নাহ। ওষুধটা আর ঘুমটা কানেকশন হয় নাহ?

প্র:হুম।

উ:এইজন্যে

প্র:কিন্তু একটা জিনিস আমাকে বলেন । সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি তো বুঝতেছেন আমি যদি দিনে দশটা খাই ডাক্তার বলছে যে আমারে বার ঘণ্টা পর পর খাওয়ার জন্য।

উ:হ্যাঁ।

প্র:তাইলে আপনার রাতে দশটায় খাইতে হইব।

উ:হ্যাঁ।

প্র:কিন্তু আপনে বুঝতেছেন। আপনি বলতেছেন যে আমি নিয়ম মাফিক খাইতে পারি নাহ।

উ:পারি নাহ।

প্র:কেন পারতেছেন নাহ? এইটা তো আপনি বুঝতেছেন আমার খাওয়া উচিত।

উ:হ্যাঁ।

প্র:দামি ওষুধ। আমি বেশি পয়সা দিয়া আনছি।

উ:কারন ধরেন এই যে আমি কাজে গেছি ভোর চারটায়।

প্র:হ্যাঁ।

উ:আসতে আসতে আইলাম দশটায়। খাওয়া হইল।

প্র:হুম ।

উ:হয় নাই।

প্র:তো আপনি ওষুধটা যদি সাথে নিয়ে। কি করা যায় আপা ওষুধটা যদি টাইমলি খাইতে হয় তাইলে কি করা যায়?

উ:এখন ওইটা সাথে করে যদি নিয়ে যাই।

প্র:হ্যাঁ।

উ:খালি পেটে তো এন্টিবায়োটিক খাওয়া যায় নাহ?

প্র:হ্যাঁ।

উ:তাইলে সবসময় কি টেকা পয়সা থাকে নাকি। বুঝেন নাহ এইটা ?

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:এখন হুট করে একজনের রান্ধাবাড়ির জিনিস কিএকজনাক হুট কইরানা খাওয়াইকি খাওয়ান গেলো?

প্র:এইটা একটা সমস্যা। (হেসে হেসে)

উ:সবটুকুই সমস্যা মামা। এইটা কইয়া লাভ নাই।

প্র:তাইলে এমনি কোন উপায় আছে ধরেন যেটা আপনি বললেন যে সাথে করে নিয়ে যাওয়া যায়।নিলেন।

উ:এখন দেখতে গেলে এখন ঐ তিন তালা চার তালা সিঁড়ি বাইয়া নামমু। আবার চরমু।

প্র:হুম।

উঃএইডা একটা আইলসামি (অলসতা) ।

প্রঃআচ্ছা। আচ্ছা। তারমানে ওষুধটা যে আপনি টাইমলি খাচ্চেন নাহ। এটা না খাওয়ার মুল কারণটা কি?

উঃএইযে আপনেরে কইলাম । এই সমস্যা।

প্রঃকোনটা?

উঃযেমন এইযে এখন নামমু।

প্রঃহুম।

উঃঠিক আছে। এখন আমি কাজেত যামু বারোটা বাজি গেছে।

প্রঃআচ্ছা। আচ্ছা।

উঃযাইয়া কাজ আছে।

প্রঃআচ্ছা।

উঃএখন গেলাম। এইযে আমি বেলা দুইটার সময় এইটাই উঠমু।

প্রঃআচ্ছা।

উঃউঠমু নিজের বাসায় একটু পাক শাক করমু। ঠিক আছে।

প্রঃহুম।

উঃগাও গোছল ধুমু, খামু।

প্রঃহুম।

উঃহইয়া গেল নি। চারটা বাজি গেছে।

প্রঃজি জি।

উঃএই চারটা থেকে আবার আমার শুরু হইয়া গেল কাজে রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

প্রঃওরে বাবা। অনেক পরিশ্রম হয় আপনার।

উঃ দশটা কোনদিন এগারোটাও বাজে মামা। আচ্ছা আইলাম এগারটার সময়। বাসায় আসলাম। গাও গোছল ধুইলাম। খাইলাম দাইলাম। ধরেন এই বারোটা একটা বাইজে গেল।

প্রঃহুম

উঃতাইলে মামা আমার ঘুম কই?

প্রঃঅহ সমস্যা। নাহ এটাতো হচ্ছে আপা আপনার কাজের জন্য এরকম হচ্ছে, কাজ করার জন্য এরকম।

উঃএই কারণে আমার সবটাই উলটা পাল্টা মামা।

প্রঃ হয়ে যায়। ওষুধটা যে টাইমলি খাইতে হয়, ডাক্তার যে বলছে

উঃহ। এটা ঠিক আছে। ডাক্তারও তো কয় মামা। কিন্তু আমাক দ্বারা এই নিয়ম

প্র:মানে এটা কি আপনি অবহেলার কারণে নাকি নাকি।

উ:না, অবহেলার কারণে নাহ।আমি কোন জিনিস অবহেলা করি নাহ।

প্র:তাইলে?

উ:কিন্তু ঐযে টাইম মিস হইয়া যায়।

প্র:এটাতো আপনি বুঝতেছেন যে আমার টাইম মিস হয়ে যাচ্ছে?

উ:হ।

প্র:তারপরও মানার চেষ্টা করেন নাহ কেন?

উ:মানি । মানি নাহ যেওইটা নাহ। যখন যেদিন টাইম পাই সেদিন তো সকালে এসে খাই।

প্র:আচ্ছা।

উ:হ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আপা তাইলে

উ:ধরেন ঐযে ঐ কাছে টাকা থাকল, ওইটা দিয়া একটা পরোটা, একটা পাউরুটি খাইতে খাইতে আসলাম ।

প্র:জি।

উ:আইসে খাইয়া আইসে একবার পানি খাইয়ে ট্যাবলেটটা খাইয়ে নিলাম।

----------**(৪০ঃ০০ মিনিট)**----------

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। খাইয়া এইযে নাতি টারে নিয়া চইলা গেলাম ইস্কুলে।

প্র: আচ্ছা।

উ:ইস্কুলে নাতির ঐখানে দশটা পর্যন্ত থাকন লাগে।

প্র:আচ্ছা।

উ:ছোট মানুষ বোঝেন নাহ।

প্র:হুম।

উ:অইখান থেকে আসলাম। আইসা আবার ফির কাজে গেলাম।

প্র:হুম।

উ:সময়টা কই?

প্র:আচ্ছা তাইলে কি আপা প্রায় সময় আপনার এরকম খাওয়াটা এলমেলো হয়ে যায় প্রায় সময়?

উ:এলোমেলো প্রায়।

প্র:টাইমলি আপনি খেতে পারেন নাহ?

উঃপ্রায়।

প্রঃপ্রায় হয়ে যায়।

উঃনাহ।

প্রঃনাকি এটা মাঝে মধ্যে হয়।

উঃনাহ।

প্রঃসবসময় খায় মাঝে মধ্যে হয়ে যায়।

উঃনাহ যখন এইযে ধরেন বেশি অসুখ হইয়া গেছে তখন তো আর যাইনা কাজে।

প্রঃজি জি।

উঃছুটি পইড়া যায়। ঐ কয়দিন ওষুধটা খাই ভালমত।

প্রঃজি জি।

উঃপোলা আসে।

প্রঃভালমত । আর এমনে অন্যান্য সময়?

উঃতো পোলা আসে। তো ধরেন খাওয়ায়, টাওয়ায় ওষুধ টসুধ খাওয়ায়।

প্রঃহুম।

উঃঠিক আছে।

প্রঃআপনাকে?

উঃহ। যখন একটু সুস্থ হইলাম তখন তো আবার দৌড়ান লাগে বোঝেন নাই।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা।

উঃতখন আবার ঐ নরমাল হয়ে যায়।

প্রঃআচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পারছি।

উঃএই।

প্রঃতাইলে আপা ওষুধ টা যে আনেন বেশিরভাগ ওষুধটা আনেন কোন জায়গা থেকে ?

উঃঐযে ফার্মেসি থেকে।

প্রঃফার্মেসিগুলা কোন জায়গায় এইগুলা?

উঃএইযে সামনে।

প্রঃকোন জায়গায়? এইযে ষ্টেশন রোডে অনেকগুলা ফার্মেসি দেখছি অইগুলা?

উঃহ।

প্রঃঐযে সরকারি হাসপাতাল (অস্পষ্ট কথাঃ ৪১ঃ০০ থেকে ৪১ঃ০২) এর উলটাপাশে কতগুলা?

উ:হ।

প্র:অইখান থেকে নাহ?

উ:হ।

প্র:ঐখানে কোন কিছু নির্দিষ্ট কোন ফার্মেসি আছে যে এইটা আমার ভাল লাগে। এই দোকান থেকে আমি সব নেই।

উ:হুম আছে।

প্র:এবং নাপা নাভা না কি একটার কথা শুনতেছিলাম গতকাল একজন বলতেছিল মনে হয়। এরকম কোন ফার্মেসি আছে যে আমি এটা থেকে আনি। বা ভুঁইয়া এরকম একটা ফার্মেসীর নাম শুনছি।

উ:আমিতো। নাম তো অনেক ই আছ মামা।

প্র:মানে আপনি কি সবসময় একটা থেকেই আনেন নাহ, নাকি যখন যেটা থেকে?

উ:হ একটা থেকেই আনি।

প্র:হ্যাঁ।

উ:ঠিক আছে।

প্র:হ্যাঁ।

উ:নাতিনের জন্য যেটা থেকে আনি।

প্র:হ্যাঁ।

উ:ওইটা থেকে আমার জন্য আনি নাহ। আমি অন্য জায়গা থেকে আনি।

প্র:হ্যাঁ।

উ:কিন্তু নাতিনের জন্য যেটার থেকে আনি

প্র:হ্যাঁ।

উ:উনি হল পাঁচ অয়াক্ত নামাজ পড়ে।

প্র:হ্যাঁ।

উ:তো আর কি।

প্র:এইটা কোন জায়গায় আপা?

উ:বাসা হইল আপা এইখানেই। এইখানে কোন জায়গায়? এ সামনে ন..... এর গাছ আছে নাহ।

প্র:জি।

উ:ঐ.... দিয়ে গেলে সামনেই।

প্র:ওইটা কি মাছিম পুরির মধ্যে পড়ছে?

উ:হ মাছিমপুরি।

প্র:মেইন রোডের সাথে নাকি?

উ:..... রোডের লগে।

প্র:লগে নাহ?

উ:হ্যাঁ।

প্র:ঐখানে কি ঐযে শিশু বিশেষজ্ঞ বসে বললেন, ঐখানে বসে?

উ:হুম নাহ। শিশু বিসেশজ্ঞ। ঐযে সেবা আছে নাহ।

প্র:জি।

উ:সেবার পাশাপাশি।

প্র:সেবার পাশাপাশি বসে নাহ?

উ:হ।

প্র:ওইটা কি আলাদা চেম্বার নাকি ওষুধের দোকানে বসে?

উ:ওষুধের দোকানে।

প্র:দোকানে বসে আচ্ছা। তো ধরেন আপনার বেশিরভাগ সুনির্দিষ্ট কোন দোকান কি আছে কি যে দোকান থেকে আপনি আনেন? এইরকম কোন দোকান আছে না যখন যেটা ভাল লাগে?

উ:যখন যখন ভাল লাগে যেটা খোলা পাই হেইডা থেকে নিয়ে আসি

প্র:হেইডা থেকে নিয়ে আসেন?

উ:হ।

প্র:তো এইযে আর তো ওষুধ আনার অন্যান্য জায়গা আছে। ধরেন আপনে যে অইখান থেকে না এনে আপনে সব সময় এই জায়গা থেকে আনেন কেন? কি সুবিধা মানে এইখানে?

উ:কোন সুবিধা নাই মামা। সবাই সমান।

প্র:না। না। মানে ওষুধ যে আনেন এখান থেকে। কোন সুবিধা আছে এখান থেকে আনার? এইযে ষ্টেশন রোড থেকে যেটা। মানে খরচ টরচ কেমন মানে বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক এই ওষুধগুলার খরচ কেমন?

উ:টেকা দেই মামা। ওরা ওষুধের দাম নেয়। ওষুধের দাম কয়। টেকা দেই শেষ।

প্র:আচ্ছা। শেষ।

উ:হ।

প্র:আচ্ছা সর্বশেষ লাস্ট যে গেছিলেন কার অসুখ হইছিল, কার সমস্যার জন্য?

উ:ঐযে সু.... সমস্যার জন্য গেছিলাম।

প্র:আচ্ছা এটা কোন জায়গায় গেছিলেন বললেন আপা?

উ:মানে আমি আমার সমস্যার জন্য গেছিলাম।

প্র:কোন জায়গায় গেছিলেন এটা?

উ:এটা ঐযে তোমার হইল ই আছে নাহ। .....।

প্র: কি ক্লিনিক?

উ: ফা" ক্লিনিক আছে নাহ?

প্র:হ্যাঁ।

উ:ঐ সামনে একটা রোড গেছে নাহ?

প্র:হ্যাঁ।

উ:ঐ রোডের লগেই একটা ফার্মেসি আছে।

প্র:আচ্ছা।

উ:ছোটমোট ফার্মেসি।

প্র:আচ্ছা।

উ:এই দোকান থেকেই আনছিলাম। ঐ ফার্মেসি থেকেই আনছিলাম।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। মানে ওষুধটা কে দিছিল? মানে কে লেখছিল? কোন ডাক্তার?

উ:ডাক্তার। টাক্তার। দেখেন ঐযে কইলাম নাহ খালি ডাক্তার দেখাইছি ঐযে টঙ্গী মেডিকেল এ।

প্র:আচ্ছা আর যে ওষুধটা কিনছেন?

উ:ওষুধটা কিনছি ফার্মেসি থেকে।

প্র: ঐটার কোন স্লিপ ছিল?

উ:স্লিপটা ছিল।

প্র:স্লিপ এ লেখা ছিল?

উ:হ।

প্র:স্লিপ এ লেখা ওষুধ কিনছেন না আপনি বলে দিছেন?

উ:না লেখায় দিছিল ডাক্তার এ।কিন্তু স্লিপ টা যে কই

প্র:আচ্ছা বুঝতে পারছি। এটা টঙ্গী হাসপাতাল থেকে স্লিপ দিছিল।

উ:হ।

প্র:ডাক্তার দিছিল?

উ:ডাক্তারে দিছিল।

প্র:ডাক্তার লেখছিল উনি কি বড় পাশ করা ডাক্তার?

উ:হুম।

প্র:আর ওষুধের দোকান থেকে কি আপা যারা ওষুধ বিক্রি করে ওইরকম কোন ওষুধবিক্রেতা থেকে ফার্মেসি থেকে ওষুধ বিক্রি কিনেন? ওরা সবসময় বলে যে।

উ:এইরকম লোক আমার আছে তো।

প্র:আছে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:তাইলে বেশিরভাগ সময় কি মানে সরকারি এমবিবিএস ডাক্তারের কাছেই দেখান নাকি ওষুধ যারা বিক্রি করে উনাদেরকে দেখান?

উ:না। ওরা তো যারা ওষুধ বিক্রি করে ধর ওইটা তো ফার্মেসি থেকে বিক্রি করে। আর যারা ওষুধ সেল করে হেইগুলা থেকে তো আর ওষুধ নেয়া হয় নাহ।

প্র: জি।

উ:তাইলে। ওরা তো ধরেন কম বেশি ধরেন লেখা পড়া আছে। ওরা বোঝে কোন ওষুধে কোন রোগের কি ওষুধ টসুধ?

প্র:মানে যারা বিক্রি করতেছে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:ওরা?

উ:হ্যাঁ।

প্র:ওষুধের দোকানে যারা ওষুধ বিক্রি করে, ওরা?

উ:হ্যাঁ।

প্র:ওরা বুঝে বলতেছেন?

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা। তাইলে ওদেরকে দেখেন এরকম কোন ফার্মেসীর কোন লোক আপনার পরিচিত আছে যে সবসময় ওদেরকে দেখায় ছোটখাট অসুখ হলে আনে?

উ:হ্যাঁ।

প্র:হ্যাঁ?

উ:হ্যাঁ। অনেক মানুষই চেনা জানা আছে।

প্র:আছে?

উ:আছে।

প্র:ওদের থেকে বেশির সময় আনেন ছোটখাট অসুখ বিসুখ গুলার জন্য?

উ:হ্যাঁ।

প্র:নাকি সরকারি হাসপাতালে যান?

উ:নাহ সরকারি হাসপাতালেও যাই। যখন বেশি সমস্যা।

প্র:কোথায় বেশি যান আপা? সরকারিতে বেশি যান?

উ:সরকারিতে বেশিরভাগ যাই।

প্র:মানে বরধরনের সমস্যা হইলে যান নাকি ছোট খাট সমস্যা হইলে যান?

উ:এই ছোট খাট সমস্যা বড় ধরনের সমস্যা এখন হচ্ছে ধরতে গেলে পাও টাও কাটা কুটা গেল।

প্র:হ্যাঁ।

উ:ধর এইগুলাতে এন্টিবায়োটিক লাগবো।

----------**(৪৫ঃ০০ মিনিট)**----------

নাইলে এটিএসসুই লাগে।

প্র:হুম। এটিএস?

উ:হ্যাঁ।

প্র:ঐযে টিটি?

উ:হ। অইগুলা সুই লাগলে পরে তো যাওয়া লাগে। বড় ডাক্তারের কাছে।

প্র:আচ্ছা।

উ:তখন ঐ টঙ্গী মেডিকেল এ যাই।

প্র:আচ্ছা।

উ:এখন টঙ্গী মেডিকেল থেকে ডাক্তার দেখাই মেখাই নিয়া আইসা ঐযে স্লিপ যখন দেয় ঐ ওষুধগুলা খাইতে হইব। কি ওইটা করতে হইব। তখন ঐ ফার্মেসি থেকে সবকিছু নিছি। আর টঙ্গী মেডিকেল আর যাওয়া লাগে নাহ।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। ধরেন আপা এইযে এন্টিবায়োটিক আপনি বলছেন ব্যবহার করে। এটা হচ্ছে জ্বরের জন্য, ব্যথার জন্য, ঠান্ডার জন্য যেমন কাটা ছিঁড়া এটার জন্য ব্যবহার করে।

উ:হুম।

প্র:আর কোন কারণে কি আপা ব্যবহার করে এন্টিবায়োটিক?

উ:এন্টিবায়োটিক তো অনেক কিছুর জন্যই ।

প্র:আর কয়েকটা কারন বলতে পারেন যে কেন ব্যবহার করে?

উ:এত কারন তো কইতে পারমু নাহ। ধরেন পোলাপান হইলে পরেও তো ধরতে কারো কারো ধরতে গেলে তোমার হইল এই ধর সিজার করা লাগে।

প্র:জি।

উ:তল সিজার আছে। ঠিক আছে। এইগুলার জন্য তো এন্টিবায়োটিক খাওয়া লাগে।

প্র:জি জি। আর ? আর?

উ:এরপরে ধরতে গেলে তোমার হইল এইযে ধর বেশিরভাগ কাটা গেছে

প্র:হুম।

উ:অথবা এইখানে এটিএস সুই ও লাগে

প্র:হুম।

উ:অথবা এন্টিবায়োটিক ও খাওয়া লাগে।

প্র:হুম।

উ:মানে এন্টিবায়োটিক প্রায় আছেই।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। ধরেন এন্টিবায়োটিক যে এইযে বললেন কাটা গেলে বা সিজার হইলে এন্টিবায়োটিক লাগে। এন্টিবায়োটিক তো ভাইযখন শরীরে যে ঢুকে মানুষ খায়। ঢোকার পর ধরেন কারো সিজার হইল। হওয়ার পরে এন্টিবায়োটিক ডাক্তার তাকে দিল। সে খাইল। খাওয়ার পরে এন্টিবায়োটিক যখন শরীরে ঢুকতেছে

উ:হুম।

প্র:সে কি কাজ করতেছে? মানে সিজারটার ক্ষেত্রে বা কাটার ক্ষেত্রে সে কি কাজ করে? কি করতেছে?

উ:কাজ এন্টিবায়োটিক হইল কাটার জন্য অনেক কিছুই।

প্র:কি করে শরীরের ?

উ:শরীরে ঢুকলে কিন্তু ধরেন এইযে ব্যথা।

প্র:হুম।

উ:আর ঘা টা হুইকাইনা।

প্র:শুকানোর জন্য।

উ:ঠিক আছে।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ।

উ:অনেক কাজে লাগে।

প্র:অনেক কাজে লাগে।তাইলে এইটা বলতেছেন একটা ভাল কাজ করে।

উ:এন্টিবায়োটিক মানে অনেক ভাল একটা জিনিস।

প্র:ভাল জিনিস।

উ:ঠিক আছে। একি শরীর অনেক দুর্বল করে। এখন ধরতে গেলে আমরা কাজের লোক মামা বুঝেন নাহ?

প্র:হুম।

উ:ঠিকমত সময়মতন খাইতে পারি নাহ, কিছু নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা তাইলে আপা এইযে এন্টিবায়োটিক ওষুধগুলা এইগুলা কোন জায়গায় বেশি পাওয়া যায়? মানে আপনাদের এইখানে যে ওষুধের দোকান আছে?

উ:হুম। সবার কাছেই আছে।

প্র:সবার দোকানেই আছে। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:এন্টিবায়োটিক আছে।

প্র:আচ্ছা। এইখান থেকেই কিনেন না অন্য কোন জায়গা থেকে কিনেন আপা?

উ:নাহ এখন কাছে থাকতে দূরে যাইবেন মামা বুঝেন নাহ কে?

প্র:এইযে কাছেই কিনেন নাহ।

উ:হ।

প্র:তো এন্টিবায়োটিক ওষুধ যখন কিনেন ঐটার জন্য কি কোন প্রেসক্রিপশন বা স্লিপ কি লাগে? ওষুধের দোকান থেকে যখন কিনেন?

উ:নাহ।

প্র:কোন স্লিপ লাগে নাহ? তাইলে কিভাবে কিনেন?

উ:আমি যাইয়া কই বলি এন্টিবায়োটিক একটা দেন। পাও কাটা গেছে দেইখা শরীর হাত পাও খুব ব্যথা করতাছে।

প্র:হুম।

উ:জ্বর আর কমিচ্ছে নাহ।

প্র:এইটা কোথায় যাইয়া বলেন?

উ:এই ফার্মেসি।

প্র:ফার্মেসিতে?

উ:হ।

প্র:প্রায় সময় কি এইরকম যাইয়া বলেন নাকি টঙ্গী হাসপাতাল দেখান?

উ:নাহ। টঙ্গী হাসপাতাল যখন অতিরিক্ত জ্বর যখন কমতেছে নাহ। দুইতিন দিন হয়ে যাচ্ছে।আজে বাজে জিনিস খাইলাম।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। কমতেছে নাহ।

প্র:হুম।

উ:তখন দৌড়াই।

প্র:তখন টঙ্গী হাসপাতাল দৌড়ান?

উ:হ।

প্র:আর এমনে যদি কোন জ্বর বা

উ:হ। তখন ঐ সাধারন ট্যাবলেটই খাই।

প্র:সাধারন ট্যাবলেট খান।

উ:হ।

প্র:আর কখন যাইয়া ফার্মেসিতে বলেন যে আমারে এন্টিবায়োটিক দেন?

উ:এন্টিবায়োটিক যখন আর কুলাইতে পারি নাহ।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। এই ধরেন শরীর হাত পাও জ্বরে ব্যথায় যখন আর কুলাইতে পারি নাহ তখন যাইয়া কই মামা এই হইল ঘটনা

প্র:হুম।

উ:কয়দিন থকে জ্বরে আর কুলাইবার পাচ্ছি নাহ।

প্র:হুম। তখন ওরা দেয়?

উ:তখন ওরা দেয়।

প্র:তো মানে যে এন্টিবায়োটিক যে দেয়?

উ:ওরা যে এন্টিবায়োটিক দিলেও ঘুমের ট্যাবলেটও মাঝে মাঝে আমারে দেয়।

প্র:আচ্ছা।

উ:কিন্তু ঘুম হয় নাহ এইটাই সমস্যা?

প্র:ঘুম হয় নাহ।

উ:হ।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। তো এখন।

উ:তো একদিন আমারে রাজ্জাক মামায় ঘুমের ট্যাবলেট চুপ কইরা দিয়া আমারে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা (অস্পষ্ট কথা ৪৮ঃ৩৪) হোথাত থুইছিল।

প্র:হুম।

উ:আর সবাই চিল্লাচিল্লি। ঘরে তখন মাইয়া পোলাপান কান্না কাটি।

প্র:আহারে।তিনদিন ধরে শুধু ঘুম?

উ:দুইদিন ।

প্র:দুইদিন?

উ:সারা রাত সারা দিন।

প্র:হায়। হায়। এইটাতো চিন্তার কথা। মানে কয়টা দিছে ঘুমের ওষুধ?

উ:একটা।

প্র:একটা।

উ:হ।

প্র:তো অনেক পাওয়ারের নাকি। এত সময় ধরে ঘুম।

উ:ঠিক আছে। আমার ছোট পোলা মাইয়া কান্নাকাটি কইরা তো এক।

প্র:আহারে। আচ্ছা আপা ধরেন মানে আপনি।

উ:সেই থেকে ঘুমের ট্যাবলেট খাই নাহ। খাইয়া ক্লিনিকে। তখন ঐযে তুরাগ ক্লিনিকে।

প্র:হুম।

উ:মা আমারে পরের দিন আইসা কি বকা।

প্র:হুম। ক্লিনিক থেকে?

উ:হ।

প্র:কে বকা দিছে মানে ঐ রাজ্জাক মামা যে ওষুধ বিক্রি করে উনাকে।

উ:আমি বকছি।সবাই বকা দিছে।

প্র:হ্যাঁ।

উ:কয় ফাইজলামি কইরা দিছে।

প্র:অহ। আচ্ছা। আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আচ্ছা আপা আপনি যে এন্টিবায়োটিক কিনেন বললেন যে যখন আর পারতেছেন নাহ ফার্মেসিতে যাইয়া বলেন যে পারতেছি নাহ আমারে আপনি একটা এন্টিবায়োটিক দেন।

উ:হুম।

প্র:তো এমন কোন নির্দিষ্ট কোন এন্টিবায়োটিক এরকম আপনার কাছে মানে ভাল লাগে এরকম কোন এন্টিবায়োটিক আছে যে ওষুধটা খেলে আপনার ভাল লাগে?

উ:নাহ।

প্র:ধরেন ফাইমক্সিল আছে, মক্সাসিলন, এমক্সিসিলিন অনেক ওষুধ আছে নাহ?

উ:আমিতো ওষুধের নাম জানি নাহ মামা।

প্র:জি।

উ:বুঝেন নাহ?

প্র:হুম।

উ:আমার কথা হইল আমি ভাল হইলেই সাড়ে।

প্র:আচ্ছা। তো আপা একটু কি আপা মনে করতে পারেন যে শেষ বার পরিবারের কাকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হইছিল আপনার এইখানে?

উ:আমিও তো খাইছি।

প্র:আপনার জন্য নাহ? মানে সেগুলা কি ছিল? কতগুলা? মানে কতগুলা ট্যাবলেট?

উ:এক পাতা ট্যাবলেট আছিল।

প্র:এক পাতা করে আচ্ছা।

উ:আমার একটা এক পাতা ক্যালসিয়ামের ফাইল দিছে।

----------**(৫০ঃ০০ মিনিট)**----------

প্র:হ্যাঁ।

উ:আর দুই পাতা ট্যাবলেট দিছে। আবার এইটা কম করলেও ৩৫০ টাকা বিল হইছে।

প্র:৩৫০ টাকা। ওরে বাবা। ক্যালসিয়াম তো হচ্ছে ক্যালসিয়াম।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আর দুই পাতা যে দিছিল ট্যাবলেট অইগুলা কি এন্টিবায়োটিক নাকি

উ: ওর মধ্যেও মনে হয় একটা এন্টিবায়োটিক আছিল। না থাকলে তো আর আমার ব্যাথা যায় নাই।

প্র: আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:বোঝেন নাই।

প্র:দিনে কয়টা করে খেতে বলছিল আপনাকে?

উ:দু দু দুইবার।

প্র:দুইবার?

উ:সকালে আর রাতে।

প্র:রাতে। এরকম কয়দিন খাওয়ার জন্য বলছিল?

উ:পুরা এক মাস। এন্টিবায়োটিক তো হেই কয়ডা খাইতে কইছিল। পরে তো।

প্র:ঐ পাতা মানে খাইতে কয়দিন কইছিল। যেটা কিনে আনছিলেন।

উ:এক পাতায় ট্যাবলেট থাকে কয়টা?

প্র:দশটা থাকে বারোটা থাকে।

উ:বারোটা আছিল।

প্র:বারোটা ছিল?

উ:হ। বারোটা আর বারোটা।

প্র:হ্যাঁ।

উ:তা দুইদিনে বারোটা যদি বার দিন ই তো খাওয়া পড়ছে।

প্র:বার দিনই?

উ:হ।

প্র:দিনে দুইটা হইলে ৬ দিন লাগে।

উ:৬ দিন লাগে নাহ?

প্র:হ্যাঁ। ৬ দিন লাগে।

উ:কিন্তু আমার তো কম বেশি হয় বুঝেন নাহ?

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:এমনে বার দিন গেছে।

প্র:বার দিন।

উ:আর ক্যালসিয়ামেরটা

প্র:হ্যাঁ।

উ:ওইটা পুরা মাসই খাইছি।

প্র:পুরা মাসই খাইছেন।

উ:হ।

প্র: তো মানে ঐযে কিনছিলেন ৩৫০ টাকা লাগছে।

উ:হ। ৩৫০ টাকা লাগছে।

প্র:৩৫০। তো আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক ওষুধের যে দাম এটা কি কম না বেশি?

উ:আরেকটু কম হইলে ভাল হয় নাহ।

প্র:এমনে কি বেশি মনে হয় তাইলে?

উ:হ। অতিরিক্ত বেশি দাম।

প্র:অতিরিক্ত বেশি?

উ:হ।

প্র:তারমানে আপনার পরামর্শ কি

উ:কিন্তু ওষুধটা ভাল। ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কাজ হয়।ঠিক আছে। আমার এটা খুবই ভাল লাগে। ঠিক আছে।

প্র:হুম।

উ:কিন্তু অতিরিক্ত মামা দাম। যে দাম এন্টিবায়োটিক কিনবারই চায় না মাইনসে।

প্র:হা হা।

উ:হা হা। এইটা হাচা কথা। এন্টিবায়োটিক কেউ কিনবার যাবার চায় নাহ ডরে। যে দাম নেয়

প্র:নাহ স্বাভাবিক। আপনার তো কম। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সবকিছু পয়সার সাথে সম্পর্ক।

উ:হ্যাঁ।

প্র:এখন যদি পয়সা বেশি হয় আপনার যে আয় আসলে

উ:এই দেখেন হুট করে টাকা নিয়া গেছি দুইশ। সাড়ে তিন হাজার টাকার বিল হইছে।সাড়ে তিনশ।

প্র:সাড়ে তিনশ?

উ:সাড়ে তিনশ টাকার বিল হইছে। এখন ঐ হুট করে ১৫০ টাকা এখন কই পাওয়া যায়?

প্র:হুম।

উ:তখন পোলার কাছে।পোলাই তো আমারে নিয়া গেছে।

প্র:হুম।

উ:এখন পোলাক ওঠাই থুয়ে পোলাক দিয়ে আইলাম। মহাজনের থেকে ফের ১৫০ টাকা নিয়া ফের আমাক নিয়া আইল।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:তাইলে কোন এরমত অপমান আছে?

প্র:না। না। অনেক কষ্ট। আচ্ছা আপা আমরা শেষের দিকে। আর আমার পাঁচ সাত মিনিট লাগবে। একটু শেষ করে দেন আমাকে। আচ্ছা আপা এখন যেটা বলতেছিলাম যে এন্টিবায়োটিক ওষুধ যেগুলা দিছিল অইগুলা খাইয়ে যে আপনি ভাল হইছেন।

উ:হ্যাঁ। ভাল হইছে। আল্লাহর রহমতে এখনও ভাল আছি।

প্র:এইজন্য কি আপনি খুশি? এইজন্য খুশি?

উ:হ্যাঁ। অনেক খুশি।

প্র:তো যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে ইয়ে মানে খুশি মানে খুশি?

উ:আমি অনেক। কিন্তু আরেকটু খাইলে পরে আমি আরেকটু ভাল হইতাম। কিন্তু টেকায় কুলাইল নাহ। আর খাইতে পারি নাই।কিন্তু বর্তমানে আমি হাইটবার চইলবার সবই পারি।

প্র:জি। আচ্ছা আপা একটা জিনিস আমাকে বলেন। মনোযোগ দিয়ে শুনেন কথাটা সেটা হচ্ছে যে ধরেন আপনাকে ডাক্তার এন্টিবায়োটিক দিল সাত দিনের। কথার কথা।

উ:হ্যাঁ।

প্র:কয়দিন দিছে আমিতো সঠিক জানি নাহ। সাত দিনের জন্য দিল। সাত দিন দেওয়ার পর আপনি টাকার জন্য কিনতে পারলেন নাহ। কিনলেন হয়ত চারদিনের জন্য। চারদিন খাইলেন।

উ:হ্যাঁ এটা বাস্তব।

প্র:বাকি তিন দিন যে খাইলেন নাহ।

উ:হ।

প্র:তাইলে এই যে না খাওয়ার কারণে কি হইতে পারে?

উ:এই সমস্যা। রোগটা আরও থাইকে গেল।

প্র:কোথায় থাইকে গেল?

উ:ভিতরে থাকল নাহ।

প্র: থাকলে কি আর কি হইতে পারে?

উ:ওইটা আরেকবার বেশি হইয়া গেল।

প্র:আবার বেশি হইয়া গেল?

উ:হ।

প্র:তাইলে এইযে বেশি যে হই গেল রোগটা?

উ:হ্যাঁ।

প্র:তাইলে এইটা কি একটা সমস্যা নাহ আপা?

উ:এইটা সমস্যা তো। এখন কি করমু টেকা নাই।

প্র:একটা হচ্ছে রোগটা শরীরে থেকে যাতে পারে।

উ:হুম।

প্র:আর কি সমস্যা হতে পারে?

উ:অনেক কিছু সমস্যা হইতে পারে।

প্র:আরেকটু যদি খুলে বলেন?

উ:সমস্যা নাহ? একটা রোগ শরীরের ভিতর পোষা।

প্র:হ্যাঁ।

উ:আর একটা রোগ নির্মূল করা।

প্র:হুম

উ:ওইটা কত ভাল। আর একটা শরীরের মধ্যে রোগ পোষা এটা কত খারাপ।

প্র:জি।

উ:বিভিন্ন রকম প্রকারে যাইতে পারে।

প্র:বিভিন্ন রকম আর হইতে পারে রোগটা।

উ:হ্যাঁ হইতে পারে।

প্র:কিরকম হইতে পারে?

উ:এই ধরেন এইযে জ্বরের থেকে কিবা অন্য একটা প্রকারে চইলা গেল, অন্য রোগ ঠিক আছে।

প্র:হুম।

উ:ধরেন আজকে আমার পাও ব্যথা, পাও ফুলে গেছে।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। ডাইবে দিলে পানি উঠে নাহ কিন্তু ব্যথা করে।

প্র:আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। এখন ঐ জিনিসটা কানেকশন হইতে হইতে যদি পানি নেমে গেল

প্র:হুম।

উ:তো ওইটা আরেকটা রোগ নাহ?

প্র:আরেকটা রোগ।

উ:আপনের এই।

প্র:আচ্ছা। আর কোন সমস্যা হইতে পারে আপা? এছাড়া আর কোন সমস্যা?

উ:অনেক সমস্যা আছে রে ভাই।

প্র:আরেকবার যদি দুই একটা বলেন? কারন এটা আমরা আমাদের গবেষণার কাজে লাগবে।

উ:ধরেন আমরা হইলাম নারী জাত। ঠিক আছে।

প্র:মায়ের জাত। হ্যাঁ?

উ:এখন ধরতে গেলে আমাগো তো অনেক রকমের সমস্যা।

প্র:হুম।

উ:ধরেন এক রোগের থেইকা সাত রোগ হইয়া যায়।

প্র:আর কয়েকটা রোগ যদি বলেন যে যেমন নারী জাত যেমন মায়ের জাত এর বিভিন্ন সমস্যা।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আর কি সমস্যা হইতে পারে? দুই একটা সমস্যা যদি বলেন?

উ:অনেক কিছুই সমস্যা মামা।

প্র:দুই একটা সমস্যা বলেন নাহ মামা? আর দুই একটা।

উ:আমি কি কমু (হেসে) ।

প্র:ধরেন একটা বললেন যে পানি চইলা আসতে পারে বা পায়ে

উ:হ। পানি এইযে ধরেন এখন ধরতে মাইনসে কয় না এই যে কালা জ্বর।

প্র:হুম।

উ:তারপাছে জ্বরের মধ্যে টাইফয়েড।

প্র:হুম।

উ:তারপাছে আরেকটা আছে কি জ্বর জানি

প্র:এইযে নতুন একটা জ্বর শোনা যাচ্ছে চিকুনগুনিয়া।

উ:হ। এইরকম একটা আসে। একটা আছে কালা জ্বর।

প্র:হুম।

উঃএই জ্বরটা তো জমের খারাপ।

প্রঃহুম।

উঃজ্বর হইতে হইতে তো কালা জ্বর এ চইলা যায়।

প্রঃহুম। কালা জ্বর।

উঃএইগুলা একটা। আমার মেয়ের কিন্তু কালা জ্বর হইছিল মামা।

প্রঃকোন মেয়ে? যেটার নিয়ে দিছেন?

উঃওরে কিন্তু মরার থেকে বাইচা আনছি।

----------**(৫৫ঃ০০ মিনিট)**----------

প্রঃআল্লাহ আল্লাহ। কোথায় দেখাইছিলেন এটা কবে হইছিল?

উঃএইটা এমন কোন ডাক্তার নাই যে ওরে না দেখাইছি টঙ্গী শহর।

প্রঃহুম ।

উঃলাস্টে লাল বিল্ডিং আছে নাহ । হেরপরে ঐ গ্রামের মধ্যে একটা ক্লিনিক আছে

প্রঃহুম।

উঃই তোমার হইল ই জানি। কি জানি জায়গাটার নাম?

প্রঃহুম।

উঃবোর্ড বাজারের হেইদিক।

প্রঃবোর্ড বাজারের ঐখানে। গাজিপুর বোর্ডবাজার। হ্যাঁ।

উঃহ। ঐখানে গ্রামের মধ্যে একটাই ক্লিনিক আছে।

প্রঃসরকারি না প্রাইভেট?

উঃসরকারি।

প্রঃসরকারি আচ্ছা।

উঃহ। হেই ক্লিনিক এ গেছিলাম।

প্রঃহুমপরে ভাল হইছে?

উঃহুম?

প্রঃভাল হইছে পরে?

উঃহ। হেরা সুই টুই দিছিল।তখন ভাল হইছে।

প্রঃ হুম।

উঃওরেতো সুই ফুটতে ফুটতে মামা অনেক হায়রে।

প্র:অনেক কষ্ট হইছে না? আচ্ছা আচ্ছা। যাক

উ:কন আমার মাথার উপর তো আর কেউ নাই। তখন ঐ মাইয়াটাও ছোট, ঐ পোলাটা কোলে।

প্র:হুম

উ:মাইনসের কাজ করমু না এইটারে নিয়া দৌড়াদৌড়ি করমু।

প্র:নাহ বুঝতে পারছি। অনেক কষ্ট হইছে আপনার। আচ্ছা আপা এন্টিবায়োটিক যদি বললেন সাতদিন বলছিলাম।

উ:ঐ মেয়েটাকে এন্টিবায়োটিক খাওয়াইতে খাওয়াইতে জানেন

প্র: হুম।

উ:কোন কোন ডাক্তারে আগে কিন্তু ওরে এন্টিবায়োটিকই বেশি খাওয়াইতাম।

প্র:আচ্ছা।

উ:জ্বর যাইত নাহ। তখন আমার মাইয়া কইত মা আমার মাথা গেল চোখ গেল।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। এই সমস্যা গুলা হইত তখন?

উ:হ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:এখনও কিন্তু আমার মাইয়া কয়।

প্র:এখনও সমস্যা?

উ:এখনও আমার মাইয়ার চোখে সমস্যা হয়।

প্র:মানে চোখে দেখতে সমস্যা হয়?

উ:নাহ দেখতে নাহ। চোখ দিয়ে পানি উঠে।

প্র:পানি উঠে।

উ:পানি পরে।

প্র:তো ডাক্তার দেখাচ্ছেন নাহ এটার জন্য ।

উ:ঠিক আছে

প্র:হুম।

উ:তখন এই ওষুধগুলা যখন খাওয়াইছি নাহ তখন কিছুদিন পরেআমার মেয়ে কচ্ছে মা আমার তো খুব সমস্যা হচ্ছে

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:চোখ জ্বলে, চোখ দিয়ে পানিপড়ে।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:তখন এইগুলা খাওয়া বাদ দিছি।এন্টিবায়োটিক বাদ দেয়ার পরে সরকারি মেডিকেল এ

প্র:হুম।

উ:এই সরকারি ঐ সরকারি। লাল বিল্ডিং দৌড়াদৌড়ি করার পরে তারপরে আল্লাহমুখ তুইলা চাইছে।মইরাই গেছিল। বাচনের কোন কথাই ছিল নাহ?

প্র:বুঝতে পারছি অনেক কষ্ট হইছিল।

উ:কয়না অনেকে মরা গাছে ফুল ফুটছে আমার ঐ মেয়েটা।

প্র:যাক আল্লাহআপনার । আপনার বাচ্চা কি দুইজনই। ছেলে আর মেয়ে?

উ:নাহ তিন। দুই ছেলে আর এক মেয়ে।

প্র:আরেক ছেলে কই?

উ:দেশে আপনারে কইলাম নাহ।

প্র:ও আচ্ছা আচ্ছা। দেশে। উনি কি করে?

উ:ঐ জায়গায় গেরস্তে কাম করে।

প্র:বিয়ে শাদি, ফ্যামিলি ট্যামিলি আছে।

উ:হ।এ নক্তে বিয়ে দিলাম।

প্র:বিয়ে দিছেন?

উ:হ। যশোর।

প্র:যশোরে। আচ্ছা যাক ভাল হইছে।আচ্ছা আপা তখন যে বলতেছিলেন একটু আমরা আবার অন্য কথায় চলে গেছি সেটা হচ্ছে যে ধরেন এই সাত দিনের ওষুধ আপনি চার দিন খাইছেন। বললেন অনেক সমস্যা হইতে পারে। অনেকগুলা সমস্যা বললেন যে এই কালা জ্বর।

উ:জিদ্দে মামা। জানেন আপনাক সত্য কথা কই। জিদ্দে ডবল কইরেও খাই।

প্র:ডাবল কইরা খান?

উ:হ।

প্র:কেন ডাবল খান? এন্টিবায়োটিক তো ডাক্তার একটা বলছে খাওয়ার জন্য।

উ:না না। এন্টিবায়োটিক নাহ। অন্যান্য ওষুধ।

প্র:ওষুধ আচ্ছা।

উ:হ। ডবল করে খাই। তাড়াতাড়ি যেন ভাল হই।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:যখন ভাল হইনা, তখন এন্টিবায়োটিক এর দিকে দৌড়াই আপনে বোঝেন নাহ কে?

প্র:হুম। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য।

উ:হেরপরে।

প্র:এইযে ডাবল খাওয়া কি আপু যেকোনো সাধারন ওষুধ বলতেছেন যে

উ:হ্যাঁ। ডাবল ওষুধ খাই আমি। সাধারন ওষুধ।

প্র:খান। সাধারন ওষুধ।এন্টিবায়োটিক কি ডাবল খান?

উ:না। না। ওরে বাবারে বাবা। ওইটা খাইলে তো মইরা যাব।

প্র:হা হা হা। ওইটা খাওয়ার আগে মনে হয় দুধ ঠিক করতে হবে যে দুধ ডোজ করতে হবে। দুধ খাইতে হবে এক কাপ করে।

উ:ওইটা খাইলে এক কাপ নাহ। আধা কেজি করে দুধ খাই। খাইয়া কুলাইতে পারি নাহ।

প্র:এখনও খান দুধ।

উ:হ্যাঁ। দুধ খাই। খাইনা যে সেইটা নাহ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। না যাক আরেকটা জিনিস জানলাম আপনার থেকে। এমনে শুনি যে অনেক এর কাছে বলে যে এন্টিবায়োটিক খাইলে দুর্বল হয়ে যায়।

উ:হ। অনেক দুর্বল হয়ে যায় মামা।

প্র:এটা শুনি। আমরা অনেকের কাছেই শুনছি। আচ্ছা। একটা জিনিস যে সমস্যা দেখলাম

উ:আবার ফির এইযে মামা যারা ঐযে ওষুধ সেল করে করে বেড়ায় নাহ এইযে ফার্মেসি ফার্মেসি?

প্র:ঐযে ওষুধ কোম্পানি গুলার?

উ:হ।ওষুধ সেল করে বেড়ায় নাহ?

প্র:হ্যাঁ। সেল করে বেড়ায়।

উ:ঐ হেই মামারাও কয় কি এরে এন্টিবায়োটিক দিলে মইরা যাইব।

প্র:হে হে হে। উনারা তো অনেক অভিজ্ঞ। ওরাও জানে অনেক কিছু যে

উ:হ। অনেক কিছুই জানে। মানে এইখানে আমাগো দুইতিনজন আছে তো।

প্র:হুম।

উ:আবার ওষুধ টসুধ যে স্লিপ টিলিপ যদি দিয়া আসি

প্র:হুম।

উ:দিলে পরেই ওষুধ দেয়।

প্র:ওরা দেয়?

উ:হ।

প্র:মানে প্রেসক্রিপশন ওদেরকে দিলে যখন দিয়ে দেন তখন ওরা ওষুধ দেয়।

উ:হ্যাঁ।

প্র:ওরা তো ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করে। তারা কিছু ডাক্তারকে স্যাম্পল নমুনা দেয়

উ:হ।

প্র:ঐখানে থেকে দেয়। এইজন্য কোন টাকা নেয়?

উ: নাহ।

প্র: আচ্ছা গরীব মানুষ হিসাবে হয়ত সম্মান করে অথবা

উ:আমি আপনারে কইলাম নাহ আমারে সবাই ভালবাসে।

প্র:আচ্ছা। না ভাল। এটা একটা ভাল জিনিস আপনি একা আছেন। আপনার স্বামীও নাই। আপনার সন্তানকেনিয়ে ছোট বাচ্চা এবং হচ্ছে আপনার নাতিকে নিয়ে আছেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:তো আপনি অনেক কষ্ট করতেছেন। আমরা আপনার জন্য ভাল শুভ কামন থাকল আমাদের পক্ষ থেকে। আচ্ছা আপা এখন যেটা বলতেছিলাম এইযে অনেকগুলা সমস্যা বললেন যে এন্টিবায়োটিক না খাইলে পায়ে পানি চলে আসতে পারে আবার অসুখটা আবার বেরে যাইতে পারে।

উ:হুম।

প্র:তো এইযে সমস্যা হইতে পারে। আরও বলতেছেন আরও অনেক ধরনের সমস্যা হইতে পারে নতুন নতুন।

উ:হুম আরও খাইলে তো ধরতে গেলে তো আরও ভাল হইতাম। ভাল হইতাম নাহ?

প্র:জি জি।

উ:ঠিক আছে। এই টাকার জন্যই তো খাইতে পারি নাই।

প্র:আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। ওষুধগুলো দামি হইলেও ওষুধ গুলো ভাল। অনেক প্রকারের ওষুধ। ঠিক আছে অনেক অনেক। ওষুধগুলা খুবই ভাল।এই এন্টিবায়োটিক বাহির হইয়া

প্র: জি।

উ:মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান হইছে।

প্র:সমাধান হইছে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা এই সমস্যাগুলা যে হয় । নতুন নতুন ভাবে এইরকম সমস্যা হইতে পারে। আরও অনেক সমস্যা হইতে পারে বুঝছেন। এন্টিবায়োটিক যদি ঠিকভাবে খাওয়া না হয়।

উ:হুম।এটা ঠিক।

----------(৬০ঃ০০ মিনিট)----------

প্র:এই সমস্যাগুলোর কথা কোন জায়গা থেকে শুনছেন আপা, কার কাছ থেকে শুনছেন?

উ:আওে এইডা তো ধরেন আমি হইল জিনিসটা খাইতেছি। ঠিক আছে।

প্র:জি।

উ:আমার সমস্যাটা আমি বুঝতেছি নাহ- ভাল হইছি না খারাপ হইছি?

প্র:জি।

উ:নাকি এইডা আমার আরও খাওয়া উচিত?

প্র:জি।

উ:আমি আরও ভাল হমু।

প্র:সেটা তো বুঝছি আপা। এটা তো নিজেই বুঝা যায়

উ:অথবা অথবা আমি ক্লিনিকেও আমি পাঁচ বছর চাকরি করছি।

প্র:কোন ক্লিনিক এটা?

উ:তুরাগ ক্লিনিক

প্র:তুরাগে? আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হ।

প্র: ঐখানে কি হিসেবে চাকরি করছেন?

উ: তুরাগে রান্না করছি।

প্র:রান্না করছেন?

উ:হ। অথবা আমি ফাতেমাতেও রান্না করছি।

প্র:ফা" ক্লিনিক এ। আচ্ছা।

উ:হ। ঐখানে আমি তিন বছর রান্না করছি। তো ভাল মন্দ তো কিছু হইলেও বুঝি।

প্র:ঐখানে ডাক্তার আছে অনেক ধরনের লোক আছে। ওদের থেকে ভাল মন্দ কিছু তো বুঝছেনই।

উ:তাইলে। তাইলে বুঝেন নাহ কে।

প্র:আচ্ছা। এই সমস্যাগুলার কথা তাইলে কোন জায়গা থেকে শুনছেন আপা? এইযে অনেকগুলা সুন্দর সুন্দর সমস্যা বললেন।

উ:এইযে এইগুলা জায়গা থেকে শুনছি। ক্লিনিকে চাকরি করছি অথবা বিভিন্ন লোকের সাথে চলি ফিরি। হেগও থেকে হুনি। যারা সিজার করে হেগও থেকে হুনি।

প্র:সিজার করে মানে হচ্ছে ডাক্তাররাই তো করে।

উ:হ্যাঁ। ডাক্তাররাই করে। রোগীর লগে কথা বারতি হয় নাহ। হেগও লগে চেনা পরিচয় আছে নাহ?

প্র:হুম।

উ:তাহলে এখানে এন্টিবায়োটিক দেয় কি না দেয় এটা তো আমরা দেখি ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। তাইলে আপা আপনে যে বললেন আপনি গরীব মানুষ অনেক সময় টাকা পয়সার জন্য ওষুধটা পুরাটা কিনতে পারেন নাহ।

উ:না এটা সত্যি।

প্র:আবার কখনও খাইতেও পারেন নাহ।

উ:হ।

প্র:এটা যে আপনি ঠিকমত খেতে পারতেছেন না, এইজন্য কি আপনি চিন্তিত ভবিস্যতে যদি (অস্পষ্ট কথা ৬১ঃ১৭)রোগটা ঘুরে আবার হতে ব্যাপারে?

উ:হুম।এইটা তো চিন্তা থাকেই।

প্র:চিন্ড্র থাকে। তো চিন্তা থাকলে কি করা যায়? এখন হচ্ছে বুঝেন তো সবই আপনি।

উ:হ্যাঁ।

প্র:এখন কি যায় বলেন তো?

উ:কি করা যায় ওষুধটা আমারে ঠিকমতন খাওয়া লাগবো। এইটাই তো।

প্র:পুরা কোর্সটা একটু মেইনটেইন করে।

উ:(অস্পষ্ট কথা- ৬১ঃ৩১-৬১ঃ৩৪)

প্র:মানে মেইন সমস্যা কি? মানে তাইলে কি সমস্যাটা? কিজন্য খাইতেছেন নাহ?

উ:সমস্যা হইল এখন আমার হইল টেয়া (টাকা)

প্র:টাকা। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:দুই নাম্বার হইল তখন হইল ই?

প্র:কি?

উ:এখন এক সপ্তাহ যদি ওষুধ বসে থেকে খাই মামা চাকরি থাকব কও?

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। সেটা বুঝতে পারছি। তাইলে আপা এইযে ওষুধ যাতে ঠিকমত খাওয়া যায় তাইলে এন্টিবায়োটিকটা

উ:এখন ওষুধটা যে খামু হের লগে তো দুধ খাওয়া লাগে, ফলমূল খাওয়া লাগে। এই এত টাকা পামু কই?

প্র:তাইলে ওষুধটা যদি আপনি ঠিকমত খাইতে চান বা খাইতে পারেন এইজন্য কি করা যায়?

উ:মানে ওষুধটা ঠিকমতন খাওয়া গেলে টেকার দরকার।

প্র:টাকার দরকার?

উ:তারপর তোমার হইল রেস্ট এর দরকার।

প্র:হুম।

উ:ফলমূল এর দরকার।

প্র:জি।

উ:এত টেয়া ব্যাটা কই পাই ক?

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা। মানে আপনে যে আপা ওষুধ কিনেন, কোন সময় কোন ওষুধ কি বাসায় রেখে দেন যেমন আপনে ভাল হয়ে গেলেন। মনে করলেন যে দুইটা বা চারটা আছে থাক, আমার খারাপ লাগলে আমি খামু।

উ:না নাহ। আমি সবই খাইয়া ফেলি।

প্র:সব খাইয়া ফেলেন।

উ:হ।

প্র:কিছু কি এখন আছে ঘরে?

উ:নাহ।

প্র:কোন ওষুধ? মানে কোন সময় কি রেখে দেন যে আমি খাব বা ছেলে

উ:যদি যদিও থাইকে থাকে, হুট করে এক আধদিন মনে হইলে হেইডা খাই ফালাই।

প্র:অইডা খাই ফেলেন । হে হে হে। অসুখ না থাকলেও খাই ফেলেন?

উ:হ।

প্র:হে হে হে হে হে। মানে অসুখ হইলে না আপনি খাবেন। কিন্তু আপনি যে বললেন খাই ফেলেন

উ:না। অসুখ যে আমার ভেতরে নাই সেইটা কোন কথা নাহ।

প্র:আচ্ছা।

উ:মনে পড়ল খাইয়া ফালাইছি শেষ।

প্র:অসুখ না হলে তো খাবেন নাহ অসুখ হইলেই তো খাবেন।

উ:আপনে বোঝেন নাই?

প্র:হ্যাঁ।

উ:ওষুধটা তো আমার ভুলের কারণে আটকে গেছে।

প্র:হ্যাঁ। খান নাই।

উ:খান নাই।খাই নাই। তাই নাহ।

প্র:হ্যাঁ।

উ:আচ্ছা। তো ওষুধটা এখন আমার চোখের সামনে পড়ছে আমি খাইয়া ফালাইছি।

প্র:ও আচ্ছা। বুঝতে পারছি। মানে আপনে যে সময় খাওয়ার কথা ছিল আপনি ঐ সময় ভুলে গেছেন । খান নাই

উ:হ।

প্র:পরে আবার যখন ই দেখলেন যে ওষুধ আছে তখন খাইয়া ফেললেন। আচ্ছা। বুঝতে পারছি। আচ্ছা তাইলে এখন যেটা

উ:কামে লাগবো বোঝেন নাইকা?

প্র:তাইলে ওষুধ সবসময় বাসায় এরকম কিছু রেখে দেন না যে ভবিষ্যতে খাইতে হবে বা আপনার থেকে কোন ওষুধ কি আশেপাশের বাসায় কেউ ধার নেয় যে ভাই আমার এই ওষুধ টা বাসায় নাই দুইটা ট্যাবলেট দাও আছে কিনা?

উ:আমি বাসায় বেশিক্ষন থাকি নাহ। আমার কাছে আইব কেডা?

প্র:আচ্ছা আচ্ছা। ওষুধ চাবে কি। আচ্ছা তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে এন্টিবায়োটিক ওষুধের গায়ে ডেইট লেখা থাকে যে ধরেনঅমুক মাস এত তারিখ অমুক বছর পর্যন্তএটা।

উ:ডেট।হ।

প্র:একটা ডেট লেখা থাকে।

উ:ডেট ফেল। একবার কা মামা ডেট ফেল এর ওষুধ নিয়া খাইছিলাম বুঝছ।

প্র:ডেট ফেল হইয়া গেছে?

উ:হ।

প্র:মানে ডেট নাই?

উ:নাহ।

প্র:হ্যাঁ, তারপরে?

উ:ওইটা তো আমি জানি নাহ। খাইয়া মামা আর আমি উঠতে পারি নাহ।

প্র:আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে।পরে মামা আমারে নিয়া গিয়া আমারে সুই দিছে।

প্র:কে? ডাক্তার?

উ:হ।

প্র:কোন জায়গায় এইটা?

উ:ঐ মেডিকেল এ।

প্র:সরকারি হাসপাতাল এ।

উ:উহু।

প্র:টঙ্গী।

উ:ইতে ক্লিনিকে।

প্র: ক্লিনিকে।

উ:কয় তুই কার ওষুধ খাইছস। অস্পষ্ট কথা (৬৪ঃ০৮-৬৪ঃ০৯)

প্র:মানে এটা কে আনছিল?

উ:এ ডেট ফেল হইয়া গেছিল। ঠিক আছে।

প্র:ডেট ফেল হইয়া গেছিল ।এটা কোন জায়গা থেকে আনছিল?

উ:একজনে খাইতে দিছিল অনেক জ্বর মাথার ব্যথা। ঠিক আছে।

প্র:আচ্ছা।

উ:শরীরের ব্যথাও সেইরকম ।

প্র:আচ্ছা।

উ:না খাইয়া আমারে ওষুধটা দিছিল খাওয়ার লাই।

প্র:আচ্ছা। মানে এটা কি কোন হসপিটাল হাসপাতাল থেকে?

উ:না নাহ।

প্র:নাকি ওষুধের দোকান থেকে আনা?

উ:না না। দোকান থেকে নাহ।

প্র:ঐযে ওষুধ কোম্পানির যারা।

উ:বাসা বাসায় আছিল।

প্র:আচ্ছা বাসায়।

উ:বাসাত আছিল নাহ, হেই বেডি আমারে দিছে। বেডি দিল না বেডা দিল মনে নাই। খাইয়া হায়রে মামা কই থাকি

প্র:হুহ হুহ হুহ হুহ।

উ:এরপরে যাইয়া দেখি নিজে কইলাম।

প্র:হুম।

উ:শুইনা কয় খালা আপনি যেই গুলা কাম করেন আপনি তো যে ট্যাবলেট খাইছেন হেইটার একশন হয়ে গেছে।

প্র:হুম।

উ:ডেট ফেল হইয়া গেছে।

প্র:মানে রিএকশন?

উ:হ।

প্র:রিএকশন হয়ে গেছে । আচ্ছা

উ:হেরপরে (অস্পষ্ট কথা ৬৪ঃ৫৯- ৬৫ঃ০৫)।

----------(৬৫ঃ০০ মিনিট)----------

হেই বেডারেযাইয়া পরের দিন আমি যে বকার বকা।

প্র:হুহ হুহ হুহ।

উ:এরপরে ক্লিনিক থেকে লোক পর্যন্ড় আইছিল। ঐ বেটারে কালকে যাইয়া ইচ্ছামতন বাইরামু।

প্র:হুম ।

উ:কোন বেটা ওরে ওষুধ দিছে ।

প্র:এই ওষুধটা দিছে।

উ:হ।

প্র:মানে ডেট চলে গেছে, ডেট চলে গেছে।

উ:যদি মরি যাইত।

প্র:হুম। হুম।

উ:ঠিক আছে।

প্র:তাইলে ডেট টা তো খুব ইম্পরট্যান্ট একটা জিনিস। ঠিক নাহ?

উ:আরে মানে কি? এই কারণে আমি ঘরে তো ওষুধ থুইনা তো থুইনা। বাইরেও যদি কয় বলে আমার কত ওষুধ আছে আমি ওইটাও

প্র:তাইলে আপা ওষুধ যে আনেন ওইটা কিনে আনার সময় ডেট দেখেন?

উ:হ্যাঁ।

প্র: মানে কে দেখে ডেট?

উ:এটার ডেট নিয়ে এসে আমি আরেক জনাক দেখাই।

প্র:আচ্ছা। আপনি কাকে দেখান?

উ:ধরেন আমার চেনা পরিচয় আছে

প্র:আচ্ছা।

উ:অথবা আমার পোলার লেখাপড়া আছে তো হেরো দেখাই।

প্র:হুম।

উ:অথবা ফির আশে পাশের দোকানে হয়ত কাউরে দেখাই।

প্র:এন্টিবায়োটিক যদি ডেট টা ঠিক না থাকে তাইলে ওইটা তো বললেন একটা ঘটনা যে ক্ষতি হইতে পারে।

উ:আরে বাপ রে বাপ।

প্র:মানে কি কি ক্ষতি হইতে পারে। একটা হইতেছে যে ইনজেকশন দিতে হইছে আপনার।

উ:হুম।

প্র:আর বড় ধরনের কি ক্ষতি হইতে পারে?

উ:অনেক।

প্র:আর কয়েকটা ক্ষতি যদি একটু বলেন?

উ:এই ক্ষতিটা যে হইছে।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। এই একশনের জন্য ধরতে গেলে কিডনি তো নষ্ট হইতে পারত।

প্র:হ্যাঁ।

উ:ঠিক আছে হেরপরে যে, যে ঘটনা যে আমার হইছিল

প্র:হুম।

উ:ধরতে গেলে আমার চোখ মুখ তো সেইরকম বড় বড় হইয়া গেছিল চোখ, টোখ।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে।

প্র:আর কি নষ্ট হইতে পারে?

উ:আর মাথার ব্রেইন ও তো আউট হইতে পারত।

প্র:ব্রেইন আউট হইতে পারত। আর কোন সমস্যা?

উ:হেরপরেও তো ধরতে গেলে আল্লাহ্ অনেক বাচান বাচাইছে।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি করে ডাক্তাররা আমারে সুই টুই দিয়ে

প্র:হুম।

উ:(অস্পষ্ট কথা ৬৬ঃ৩৮- ৬৬ঃ৪০)

প্র:এটা তো বললেন আপা আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে একটা সমস্যা হইছিল। আর কি সমস্যা হইতে পারে? ব্রেইন আউট হইতে পারে, চোখ নষ্ট হয়ে যাইতে পারে।

উ:হ্যাঁ। এটা ঠিক।

প্র:আর কি সমস্যা হইতে পারে?

উ:ধরেন চোখ, ব্রেইন, তারপর কিডনি তো নষ্ট হইতে পারে।

প্র:হুম।

উ:অথবা কোন ধর তোমার যে খাদ্য জিনিসটা যে খাদ্য জিনিসটা যে আমাদের যে যে পৌঁছে হেই জিনিসটা তো ঐ জিনিসটাও তো বাস্ট হইতে পারত।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা মানে খাদ্য যে আমরা খাচ্ছি।

উ:হ্যাঁ।

প্র:এটা শরীরে যে যাচ্ছে।

উ:তা যাচ্ছে। ঐ জিনিসটা তো কোন একটা পাওয়ারের ওষুধ গেলে পরে ওইটাও তো । আচ্ছা মামা একটা যে ত্যবেণ্ঢত আছে পানির মধ্যে দিলে উতলায় হেই জিনিসটা যদি হুদাহুদি মানুসে পানিতে দিয়া গিলা খায়

প্র:হুম।

উ:তো ঐটা নারিভুরি বাস্ট হইব নাহ?

প্র:এখন আমিতো ঠিক জানি নাহ মানে এইটা কি ট্যাবলেট বা কি, আমরা তো?

উ:আরে কিসের ইন্টারসেট না কি জানি সেটা কয়।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে।

প্র:আমার মনে হয় যে যখন কোন হাসপাতালে যাবেন তখন ডাক্তারের সাথে।

উ:এইটা অতিরিক্ত জ্বর যখন হয় নাহ দেইখেন ঐ পানের দোকানে ইর দোকানে এইগুলা ওষুধ সেল হয়।

প্র:আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে। তখন ঐ ওষুধটা পানির মধ্যে দিলে নাহ কি ভাতের মতন বলকে।

প্র:আচ্ছা। ফেনা।

উ:হ।

প্র:ফেনা

উ:খালি বলকে। ফেনা তো দূরে থাক।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:বলক দেয় একটা।

প্র:আচ্ছা কি নাম বললেন এটা ?

উ:কিসের ইন্টিসেক না কি জানি একটা ট্যাবলেট।

প্র:এন্টাসিড। এন্টাসিড আচ্ছা আচ্ছা।

উ:হ। ওইরকম।

প্র:এন্টাসিড আচ্ছা আচ্ছা।এন্টাসিড আমরা শুনি যে এটা ঐযে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ বা ঐ ধরনের কিছু শুনি।

উ:না। নাহ। নাহ।

প্র:এন্টাসিড একটা আমি জানি।

উ:জ্বরে, জ্বরে।

প্র:আমি ডাক্তার নাহ যার ফলে এটা আমি ঠিক বলতে পারতেছি নাহ। আপনি কোন ডাক্তারের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিয়েন। জ্বরের জন্য নাহ?

উ:হ্যাঁ।

প্র:কোন সময় যদি খেতে হয় বা ইয়া হয় ডাক্তারের সাথে একটু পরামর্শ করে

উ:হ। কিন্তু বড়িটা খাওয়ার টাইমে নাহ পানিটা যখন খাইবেন তখন একটু টক টক লাগে।

প্র:টক টক লাগে।আচ্ছা আপা তাইলে বাসায়।

উ:মামা এখন আমি একটু কাজে যামু।

প্র:আমার শেষ হয়ে গেছে আপা । আর অল্প। তো সেটা হচ্ছে যে আমাদের আপনার বাসায় এখন কোন ওষুধ কি আছে যে একটা ওষুধ ও কি নাই? কোন ওষুধই নাই?

উ:উহু। সব ওষুধ।

প্র:আচ্ছা আচ্ছা এক মিনিট। এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই কথাটা আপনি এই শব্দটা শুনছেন এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স?

উ:এই এন্টিবায়োটিক অনেক কম কেনা পরে।

প্র:রেজিস্ট্যান্স। রেজিস্ট্যান্স। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এই শব্দটা শুনছেন?

উ:নাহ তো।

প্র:হ্যাঁ। আমরা বলি না মানুষের যে ওষুধটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে।

উ:হুম।

প্র:ওষুধ রেজিস্ট্যান্স।

উ:হুম।

প্র:আচ্ছা এটা কি শুনছেন যে ওষুধ অনেক সময় মানুষ খাচ্ছে কিন্তু ওষুধে কাজ করতেছে নাহ। ধরেন এন্টিবায়োটিক খাচ্ছেন। আপনার জ্বর ভাল হচ্ছেন নাহ। পায়ের ব্যাথা বা পানি বা ফোলা ভাল হচ্ছে নাহ। এটা কেন হয়? কেন হইতে পারে?

উ:কেন। এইটা তো হুনি নাই। সবারই তো ভালই হুনছি এন্টিবায়োটিকের।

প্র:না অনেক সময় বলে নাহ অনেক ওষুধ খাইতেছে। খাইতে খাইতে মুড়ির মত খায়। আমারে এক মুরুব্বী বলছিল সুন্দর করে

উ:আহা মাঝে মাঝে তো এটা আমরাও কই।

প্র:হ্যাঁ।

উ:অনেক ওষুধ খাইতেছে। কিচ্ছু হইতেছে নাহ।

প্র:কিচ্ছু হইতেছে নাহ। তাইলে এইটা কেন হয়?

উ:ঠিক আছে।

প্র:এটা কেন, কেন হয়?

উ:এইটা এখন কেন হয়, এখন কোন ওষুধ কোন ঘাটে না পড়লে ওষুধে রোগ যাইব?

প্র:জি।

উ:ঘাটের ওষুধ তো ঘাটে পরতেই হইব।

প্র:সঠিক ওষুধ।

উঃ হ।সঠিক জায়গায় যাইতে হইব নাহ।

প্রঃযাইতে হবে। খাইতে হবে। হ্যাঁ।

উঃকারন ঐ ওষুধ না যাওয়া পর্যন্ত তো হচ্ছে নাহ।

প্রঃহুম।

উঃএইযে এখন আমি নাপা খাইলাম। তারপরে ইস্টাসিড খাইলাম, ই খাইলাম। এইগুলা দিয়ে কিচ্ছু হইতেছে নাহ।

প্রঃধরেন আপনাকে একজন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মেডিসিন স্পেশালিষ্ট ভাল পরামর্শ দিল।

উঃহ্যাঁ।

প্রঃদিল । কিন্তু আপনি খাইলেন।

উঃখাইলাম। ভাল হচ্ছি নাহ।

প্রঃভাল হচ্ছে নাহ। কেন হচ্ছে নাহ? সে তো জেনেশুনে ভালটাই দিছে।

উঃকিন্তু এখন। ভালটাই দিছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ। এখন এত ভাল ডাক্তার হে আমারে ওষুধগুলা দিল তাও ভাল হচ্ছে নাহ।

প্রঃজি।

উঃএখন আমারে অন্য ডাক্তারের কাছে যাইতে হইব।

----------**(৭০ঃ০০ মিনিট)**----------

প্রঃজি।

উঃঠিক আছে।

প্রঃডাক্তার চেইঞ্জ করতে হইব।

উঃডাক্তার চেইঞ্জ করতে হইব। ঠিক আছে।

প্রঃকিন্তু এমনে । জি আপা বলেন

উঃএখন হেই ডাক্তারে কইয়া বলে আগের প্রেসক্রিপশনটা আপনার দেখি। প্রেসক্রিপশনটা দেখল। কি ওষুধগুলা খাইছি। হেইডা দিয়া তো আমার কিছুই হইল নাহ।

প্রঃহুম।

উঃকি আসয়। বিসয়।

প্রঃজি।

উঃতা এখন কি করা যায়? তখন ঐযে ডাক্তারে নাহলে কইব আপনার রক্ত ই করেন, পরীক্ষা করেন।প্রস্রাব পায়খানা পরীক্ষা করেন।

প্রঃজি।

উঃমানে বিভিন্ন রকমের কথা বারতি তো এইডা কয়।

প্রঃজি। জি।

উ:কিন্তু আমি মেলা কয়বার রক্ত পরীক্ষা করছি।

প্র:হুম।

উ:ঠিক আছে। বহুতবার করছি।

প্র:হুম। কিন্তু আপনার অসুখটা ভাল হচ্ছে নাহ আপা এখন? যে ব্যথা পণ্ডাস

উ:হ্যাঁ। আমি এখন ভাল।

প্র:ভাল হয়ে গেছেন?

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা আপা।

উ:আরও একটা ডোজ খাইলে পরে আরও একটু ভাল হইত

প্র:ভাল হইত। আচ্ছা আচ্ছা।

উ:ঠিক আছে।

প্র:ধরেন এইযে কোর্স শেষ না করলে একটা ওষুধ যে আপনাকে দিছে

উ:হুম হুম। ওইটা আমারই ভুল ।

প্র:ঐটার কোর্স যদি খেয়ে শেষ না করলে কোন সমস্যা হইতে পারে?

উ:সমস্যা হবে নাহ? অনেক সমস্যা হয়।

প্র:কি রকম সমস্যা হইতে পারে?

উ:সমস্যা হইল ধরতে গেলে এখন হইল ঐ ওষুধটার চাপ দিয়ে আমি এখন ভাল আছি। ঠিক আছে। ঐ একশনটা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন ঐ অসুখটা আবার ভাইসা উঠত।

প্র:ভেসে উঠত। তখন কি করতে হবে?

উ:তাহলে ওইটা আমার ভুল নাহ।

প্র:হ্যাঁ। হ্যাঁ।

উ:তাইলে।

প্র:তাইলে তখন যদি আবার অসুখটা বেশি ওঠে শরীরে।

উ:হুম।

প্র:আবার জেগে ওঠে তখন কি করতে হবে মানে

উ:তখন ঐযে আবার ওষুধটা খাইতে হইব।

প্র:তাইলে আপনি কোর্সটা যে টাইমলি শেষ করতেছেন নাহ, পয়সার অভাবে বা যেকোনো কারণে এইটা আপা কি আর কি সমস্যা হইতে পারে রোগটা বেশি ওঠল আবার?

উ:তখন তো ঐযে তখন ঐ একের জায়গায় দুই লাগলো।

প্র:একের জায়গায় দুই? মানে তখন কি একটা ওষুধে কাজ হবে নাহ? একের জায়গায় দুই বলতে কি বোঝাচ্ছেন খুলে বলেন ?

উ:মানে একের থন বেশি লাগলো নাহ।

প্র:টাকা বেশি গেল?

উ:হুম।

প্র:আচ্ছা। আর ওষুধ তখন কি আবার ঐ আগের যেয়ে ওষুধটাওইটা খেলে অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

উ:নাহ। ওর লগে তো আরও লাগতে পারে।

প্র:আরও লাগতে পারে। কেন লাগতে পারে আরও?

উ:ঐযে আমারই ভুলের কারণে।

প্র: মানে একটা ওষুধ তো আগে খাইলে তো ভাল হয়ে যাচ্ছিলেন।

উ:হ্যাঁ।

প্র:কিন্তু এখন আর হবেন নাহ কেন ভাল?

উ:এখন ভাল হচ্ছি নাহ। আরও যে বেশি হইছে। এখন অন্য সমস্যাও হইতে পারে।

প্র:জি। মানে অসুখ আগে যেটা ছিল এখন ঐটার সাথে আরেকটা সমস্যা হইতে পারে।

উ:হ্যাঁ।

প্র:আচ্ছা। আচ্ছা।

উ:এটা স্বাভাবিক।

প্র:স্বাভাবিক। তাইলে এইটা যাতে না হয় আপা এজন্য কি করা যায়?

উ:এইটার জন্য ঐযে ডোজ খাওয়া লাগবো ভাল করে।

প্র:ডোজ কি পুরাটা। মানে কোর্স পুরাটা শেষ করার কথা বলছেন?

উ:হ্যাঁ।

প্র:আর কি করা যেতে পারে আপা?

উ:আর এমন কি করমু। আমরা গরীব সরিফ মানুষ। বুঝেন নাহ।

প্র:জি। আচ্ছা আপা আমার সর্বশেষ মানে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার এন্টিবায়োটিক এ জাতীয় শরীরের মাঝে মানুষের অসুখটা বার বার ঘুরে ঘুরে না হয় অথবা রোগটা যদি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যায় । এটা তো আমরা আশা করি?

উ:হ্যাঁ। এটা সবাই আশা করে।

প্র:হুম। ভাল হচ্ছে নাহ। রোগটা আবার হচ্ছে বার বার হচ্ছেএ জাতীয় সমস্যা দূর করার জন্য আমরা কি করতে পারি আপা। আপনার পরামর্শ একটু শুনতে চাচ্ছি।

উঃএখন এইটা ধরেন আপনারা হেরকম যদি করতে পারেন বলে এই রোগটা ঐ ওষুধটা খায়া শেষ ডাবলো আবার যদি অসুখটা না ওঠে তাইলে ব্যবস্থা এখন

প্রঃমানে কি করতে পারি।আমরা সাধারন মানুষ কি করতে পারি?

উঃএইটা এখন। আমরা এখন কি করমু। এখন এক উপরে আল্লাহ্ছাড়া কতদূর কি আপনাগোকাছে

প্রঃযেমন আপনি বুঝতেছেন অবহেলা হচ্ছে, মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছেন। খাচ্ছেন নাহ।

উঃহুম। সেটা ঠিক আছে।

প্রঃবা একজন লোক বার বার অসুস্থ হচ্ছে। তার ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু তার রোগ ভাল হচ্ছে নাহ।

উঃহ্যাঁ।

প্রঃএইটা যাতে বার বার না হয় এজন্য সরকার বলেন, সাধারন মানুষ আমরা বলেন অথবা এমনে কি করা যায়?কি ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহন করলে এই সমস্যাটা আর হবে নাহ ভবিষ্যতে। কারই হবে নাহ। কি করা যেতে পাওে আপা?

উঃঅইগুলার এখন কি ব্যবস্থা, এখন আল্লাহ্এখন আর কি ব্যবস্থা দিছে।

প্রঃহুম।

উঃএখন অইগুলা তো ডাক্তারে কইতে পারে।

প্রঃমানে ডাক্তারের সাথে তাইলে কথা বার্তা বলা যাইতে পারে।এইটা একটা হইতে পারে।

উঃহ্যাঁ।

প্রঃআর কি করা যাইতে পারে আপা?

উঃএখন কি। ঐ ওষুধটা। এন্টিবায়োটিক ওষুধটাকিন্তু অনেক ভাল। এইটা সবাই কয়।

প্রঃজি।

উঃঠিক আছে। সিজার মিজার, কাটা ছেঁড়া ধরেন অনেক প্রকারের অসুখই কিন্তু এটা কিন্তু ভাল সবাই কয়।

প্রঃজি।

উঃআমিও কই।

প্রঃজি।

উঃঠিক আছে।

প্রঃকিন্তু অনেক সময় অবহেলার জন্য বা কাজের জন্য পারতেছেন নাহ টাইমলি খেতে।

উঃহ্যাঁ। পারতেছি নাহ।

প্রঃএইযে আপনার রোগটা বার বার ঘুরে হচ্ছে বাভবিষ্যতে আবার যদি কোন সময় আল্লাহ্ না করুক দেখা দেয়। তখন

উঃ দেখা তো দিবই।

প্রঃহ্যাঁ। দেখা দিবে। তাইলে এইযে আপনি বুঝতেছেন আপা কিন্তু

উঃদেখা ওইটা দিবই। যেহেতু আমি ওষুধ খাই নাই, এক মাস ওষুধ খাওয়ার কথা সেটা কম কইলেও ১২ দিন ওষুধ খাইছি

প্রঃহুম। ১৮ দিন খান নাই, বাকি ১৮ দিন?

উঃহ।

প্রঃতাহলে আপনি বলতেছেন দেখা দিবে।

উঃদেখা দিব।

প্রঃতাইলে দেখা যাতে না দেয় এজন্য সাধারন মানুষ আমরা যারা ধরেন এই ধরনের রোগে ভুগি আমাদের কাছে আপনার পরামর্শ কি এই ব্যাপারে?

উঃএখন পরামর্শ হইল কিএখন এই জিনিসটা যেন না হয়, আল্লাহ্জানি না দেয়

প্রঃএইটা তো দোয়া করতেছেন?

উঃহ।

প্রঃআর এমনে মানে সাধারন মানুষ কি করতে পারে? আপনার পরামর্শ চাচ্ছি আপা।

উঃএখন সাধারন মানুষরে কি পরামর্শ এখন দিমু কন?

প্রঃমানে একটা হচ্ছে যে ধরেন অনেকে বলে যে ডাক্তার এর কাছে যায়। পরামর্শ করে ডাক্তারের নিয়ম মাফিক খাইতে হবে।

উঃএখন মামা হইল হুনেন। নিয়ম মাফিক খাইতে হইব এটাতো ঠিক আছে।

প্রঃহ্যাঁ।

উঃকিন্তু হেই জিনিসটা তো আমার আজকে না হয়আমি চাকরি করি, টাকা ইনকাম করে না হয় এক সপ্তাহের ওষুধ খাইছি।

----------(৭৫ঃ০০ মিনিট)----------

প্রঃজি।

উঃএক মাসের ওষুধ পাইলাম নাহ?

প্রঃজি।

উঃএইটার জন্য আরও সমস্যা হচ্ছে।

প্রঃজি।

উঃঠিক আছে। সবচাইতে বেশির ভাগ হইল মামা টাকার ই সমস্যা।

প্রঃটাকার সমস্যা। এইজন্য মানে কি করা যায়? সরকার কি সবাইকে একটু করে ওষুধ খাওয়ার জন্য টাকা দিবে না কি করবে, কি করা যাইতে পারে?

উঃঅখন যদি আপনারা যদি ওষুধটার যদি একটু দাম টাম কমাইয়া

প্রঃদাম কমানো যেতে পারে। সুন্দর একটা কথা বলছেন। জি। এটা হতে পারে। আর?

উঃঠিক আছে।এটা ছাড়া তো আপনাগো আর করার কিছু নাই? আছে?

প্র:জি। জি। নাই।

উ:তাইলে এই।

প্র:তাইলে মানে সরকার বলেন বা যারা এই কর্তৃপক্ষ আছে

উ:হ।

প্র:তারা একটা কাজ করতে পারে এন্টিবায়োটিক ওষুধ এর দামটাএকটু কমাইতে পারে।

উ:ধরেন আজকে না হয় আমি ১০ হাজার-১২ হাজার টাকা ইনকাম করি ।

প্র:জি।

উ:আরেকজনে না হয় ৫ হাজার টাকা ইনকাম করে ঠিক আছে।

প্র:জি। আছে আছে।

উ:আরেকজন না হয়, দিনে না হয় ১৫ হাজার টাকা ইনকাম করে

প্র:জি।

উ:হে না হয় কিনবার পারল। ওর পিছনে না হয় আমিও একটু কিনতে পারলাম। কিন্তু যে ৫ হাজার টাকা ইনকাম করেহে কি কিনতে পারবআপনি বলেন?

প্র:সে কিনতে পারবে নাহ। এটা স্বাভাবিক। পয়সা না থাকলে কোন জায়গা থেকে কিনবে।

উ:তো এইরকম।

প্র:তো আপা অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমরা আসলে একটা গবেষণা করতেছি

উ:মামা এখন একটা বাজি যাচ্ছে । যাই।

প্র:জি। জি। আমার শেষ। তো আমরা আপনার সুসাস্থ্য কামনা করি। এবং আশা করি

উ:দোয়া কইরেন । মাইনসের দোয়াটাই হইল আসল।

প্র:অবশ্যই। সেইটাই।

উ:আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কিছুই চাই নাহ। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমি যা চাইছি তাই পাইছি। আল্লাহ্‌র কাছে এইটার কাছে খুবই ধন্যবাদ।

প্র:জি।

উ:ঠিক আছে। এখন আমি শুধু মাইনসের দোয়া চাই।

প্র:জি।

উ:এই। ঠিক আছে।

প্র:তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন । আমরা আপনার সুসাস্থ্য কামনা করি। এবং আপনার যে নাতি এবং সন্তান,বাচ্চা যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আপনে ভাল থাকেন

উ:দোয়া কইরেন।

প্রঃ আর ভবিষ্যতে কোন সময় আবারো যদি কোন কাজে আসি দেখা হবে। তো ভাল থাকেন আপা। আসসালামুয়ালাইকুম।

উঃঅয়ালাইকুমুস সালাম।

প্রঃ খোদা হাফেজ। আসসালামুয়ালাইকুম।

উঃতো আইসেন মাঝে মাঝে।

প্রঃ জি। আসব আচ্ছা। আসসালামুয়ালাইকুম। খোদা হাফেজ।

সর্বমোট০১:১৬:৩৯

_____X_____